আদর্শ কবিতা

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র গুপ্ত, বি-এ,
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্, খেলাতচন্দ্র-ইনষ্টিটিউসন,
কলিকাতা।

মার্চ্চ, ১৯২০।

[মূল্য বার আনা

আদর্শ কবিতা

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র গুপ্ত, বি-এ,
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্, খেলাতচন্দ্র-ইনষ্টিটিউসন,
কলিকাতা।

মার্চ্চ, ১৯২০। [মূল্য বার আনা

প্রিণ্টার—শ্রীশরৎশশী রায়
নিউ আর্টিষ্টিক্ প্রেস,
১এ, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু
৬৫।৩ হ্যারিসন রোড, কলিক

সূচী

আদর্শ কবিতা।

বন্দনা।

গাও হে তাঁহার নাম,
রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম,
ঝরে অবিরত ধারে!

জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে,
কীর্ত্তি-ভাতি অতুল ভুবনে,
প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে
কুসুমিত নব রাগে!

যাঁর নাম পরশ-রতন,
পাপ-হৃদয়-তাপ-হরণ,
প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপে
ভকত-হৃদয়ে জাগে!

অন্তহীন নির্ব্বিকার,
মহিমা যাঁর তয় অপার,
যাঁর শক্তি বর্ণিবারে
বন্ধি-বচন হারে।

জন্মভূমি ।

অয়ি ভুবন-মনো-মোহিনি !
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্য-করোজ্জ্বল-ধরণি !
জনক-জননী-জননি !

নীল সিন্ধু-জল ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল হিমাচল,
শুভ্র তুষার-কিরীটিনি !

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান, ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী ;

চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা
পুণ্য-পীযূষ-স্তন্য-বাহিনি !

করুণাসুন্দরী ।

ওই গো আগুন লেগেছে হোথায়—
লক্-লক্ শিখা উঠিছে কেঁপে,
দাউ দপ্-দপ্ ধূধূ ধ'রে যায়—
দেখিতে দেখিতে পড়িল ব্যেপে ।

"জল জল জল" ঘোর কোলাহল,
ফট্ ফট্ ফট্ ফাটিছে বাঁশ,
ধূঁয়ায় তথায় ভরিল সকল,
লাল হ'য়ে গেল নীল আকাশ।

ছুটেছে বাতাস হলক হলক,
ঝলসিছে সব, লাগিছে যাতে,
তবুও এখন চারিদিকে লোক,
তামাসা দেখিতে উঠিছে ছাদে।

'কারো সর্ব্বনাশ, কারো পোষ মাস'
পরের বিপদে কেহ না নড়ে,
আপনার ঘরে ধরিলে হুতাশ,
মাথায় আকাশ ভাঙিয়ে পড়ে!

কোথা এ বাড়ীর ছেলে মেয়ে যত,
ঘরের ভিতরে কেহ যে নাই;
আগুন দেখিতে উহাদের মত,
উপরে উঠেছে বুঝি সবাই।

কেন গেল ছাদে, এ কি সর্ব্বনাশ!
কে আছে আগুলে ওদের কাছে;
অনল মাখিয়ে বহিছে বাতাস
ছাদে এ সময় দাঁড়াতে আছে?

যাই যাই আমি ওখানে এখন,
যেথা কুঁড়েগুলি জ্বলিয়া যায়;

দেখি বেয়ে-চেয়ে করি প্রাণপণ,
বাঁচাবার যদি থাকে উপায়।

এই যে দাড়ায়ে করুণাসুন্দরী,
উপর চাতালে থামের কাছে;
মুখখানি আহা চূণপানা করি,
অনলের পানে চাহিয়ে আছে।

চুলগুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে,
পড়িছে ঢাকিয়ে মুখকমল;
কচি কচি দুটি কপোল বহিয়ে
গড়িয়ে আসিছে নয়ন-জল।

যেন মৃগ-শিশু সজল নয়নে
দাড়ায়ে গিরির শিখর'পরি,
ত্রাসে দাবানল দেখে দূর বনে,
স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি!

হে সুরবালিকে, শুভ-দরশনে,
সুবর্ণপ্রতিমে, কেন গো কেন,
সরল উজল কমল-নয়নে
আজি অশ্রুবারি বহিছে হেন!

দুখীদের দুখে হয়েছ দুখী,
উদাস হইয়ে দাড়ায়ে তাই,
শুকায়েছে মুখ, আহা শশিমুখী,
লইয়ে বালাই মরিয়ে যাই!

প্রকৃতি।

অয়ি সতি! গুণবতী প্রকৃতি সুন্দরী,
দেশ-ভেদে কাল-ভেদে নানারূপ ধরি,
পশু-পক্ষী নরগণে, মুগ্ধ করি' প্রলোভনে,
দেখাইছ জলে-স্থলে লাবণ্য-লহরী;
কতই বিভব তব, আহা মরি মরি!

নিদাঘ, শরৎ, বর্ষা, বসন্ত, শিশিরে,
নানা অভিনয় হয় তোমার মন্দিরে;
নব ভাবে নব বেশে, গাহিতেছ হেসে হেসে
জগৎপতির যশোগুণ ঘুরে ফিরে;
ভাবে গদগদ তনু ভাস প্রেমনীরে।

উষার আলোক জ্বালি' আকাশের কোলে,
মঙ্গল আরতি কর মিশে দেবদলে;
সদ্যঃস্ফুট ফুলদল, শীতল শিশির-জল
ভক্তিভরে দেও ঢালি' বিভু-পদতলে;
বাজাও মঙ্গলবাদ্য পক্ষি-গীত-ছলে।

ঘুচাও আলস্য, নিদ্রা প্রাতঃ-সমীরণে,
ছড়াও কাঞ্চন-ছটা গগনে গগনে;
হেরি' তব রূপরাশি জাগে জগপুরবাসী,
সঞ্জীবিত হয় পুনঃ নূতন জীবনে;
'জয় জগদীশ!' বলি' উঠে নরগণে।

মধ্যাহ্নে তোমার প্রভা উজ্জ্বল প্রখর,
ঘরে ঘরে সমারোহ—মহা আড়ম্বর ;
প্রচণ্ড প্রভাবশালী, . জ্যোতির্ম্ময় অংশুমালী
সঞ্চারে জীবনী-শক্তি প্রাণের ভিতর,
জ্বলন্ত অনল জ্বলে দিগ্‌দিগন্তর।

সদাব্রত অন্নসত্র করিয়া বিস্তার,
দাও জীব-জন্তু-নরে প্রচুর আহার ;
চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য করি' খায় সবে পেট ভরি'
সুখসেব্য নানাদ্রব্য পর্ব্বত-আকার ;
প্রতিদিন মহোৎসব গৃহেতে তোমার !

খদ্যোত-খচিত ঘোর আঁধার বসন
পরিয়া, রজনীকালে দাও দরশন ;
মাথায় বরণ-ডালা, শোভে তাহে দীপমালা,
যথা কুলবধূ করে জামাই-বরণ ;
ঝিল্লী-রবে সন্ধ্যাগীত গায় কীটগণ।

ঘুমন্ত সন্তান কোলে যেমন জননী
বসিয়া নীরবে একা জাগেন রজনী,
জীবগণে বক্ষে রাখি' আঁধার অঞ্চলে ঢাকি'
জাগিয়া কাটাও নিশা তুমিও তেমনি ;
কত ভাব ভাব' বসি' আপনা আপনি।

কখন ভীষণ বেশে ওগো বরাঙ্গিনি,
প্রকাশ' মহিমা-শক্তি মহা তেজস্বিনি !
দেখি ঘোর ঘন-ঘটা, তীক্ষ্ণ বিজলীর ছটা,
কালরূপা ভয়ঙ্করী তামসী যামিনী,
আতঙ্কে কম্পিত হয় গগন-মেদিনী।

মোহিনী মূরতি তব দেখি আর বার,
প্রসন্ন বদনখানি প্রেমের আধার ;
শান্তিবারি ল'য়ে হাতে ছিটাইয়া দেও মাথে,
মৃতদেহে কর পুনঃ জীবন সঞ্চার ;
নিত্য নব নব লীলা বিলাস তোমার !

মা।

তবু ভরিল না চিত্ত : ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম। বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে : মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে ;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধাশ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া

ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বর গুঞ্জমালা।
তবু ভরিল না চিত্ত, সর্ব্ব তীর্থ সার,
তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার।

যক্ষের আলয়।

কুবের-আলয় ছাড়ি' উত্তরে আমার বাড়ী,
গিয়া তুমি দেখিবে তথায় ;
সম্মুখে বাহির-দ্বার, শোভা কে বা দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।

পার্শ্বে এক সরোবরে, জল থই থই করে,
হাসে ফুল্ল নলিনীর হাট ;
উহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে
রমণীয় মণিময় ঘাট।

সরসীর স্বচ্ছ জলে, ইতস্ততঃ দলে দলে
ভ্রমে হংস হংসী অবিরামে ;
যাইতে মানস-সরে কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে।

উদ্যানে একটি চারু শিশু পারিজাত-তরু,
বায়ু-কোলে হেলে, পুষ্প হাসে ;
বহু যত্নে জল দিয়া, বাড়ায়েছে তারে প্রিয়া,
সুত সম তেঁই ভালবাসে।

উচ্চ ভূমি একধারে, গিরিসম দেখিবারে,
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে।
স্বর্ণ-কদলী যত, চারিধারে শোভে কত,
মেঘে যেন সৌদামিনী সাজে।

মাধবী-মণ্ডপ'পরে, কুরুবক শোভা করে,
ফুল-গন্ধে ছোটে অলিকুল ;
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ অশোক বকুল।

তাহার মাঝেতে আর, ময়ূরের বসিবার,
সোণার একটি আছে দাঁড় ;
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি',
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।

তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রুণু রুণু বাজে তায় বালা ;
স্মরিতে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি' উঠে হৃদয়ের জ্বালা।

এ সকল নিদর্শনে, চিনিবে মুহূর্ত্তক্ষণে,
দেখে মাত্র মোর বাড়ী পানে ;
এবে উহা শূন্য-প্রায়, কমল না শোভা পায়,
কখনও দিবা-অবসানে।

গান্ধারী জননী।

কেন মাতা, কাঁদিতেছ রণবার্ত্তা শুনি?
অসহায় পাণ্ডবেরে আমি নাহি গণি।
ভিখারী পাণ্ডবগণ, আমি রাজা দুর্য্যোধন,
মোর করতলে আছে সমগ্র ধরণী;
দেহ আজ্ঞা, রণে আজি যাই গো জননি!

কেন মাতা, কাঁদিতেছ রণবার্ত্তা শুনি?
আমার যুদ্ধের বল দশ অক্ষৌহিণী।
মোরা শত সহোদর, আছে কর্ণ ধনুর্দ্ধর,
ভাগ্যগুণে ভীষ্ম, দ্রোণে লভেছি সেনানী—
জয়ী হব রণে, কেন কাঁদিছ জননি!

কেন কাঁদে মাতা তোর, শুন রে বাছনি!
অসহায় পাণ্ডব ত নহে যাদুমণি।
ধর্ম্মবলে বলী তারা, ধর্ম্মে পাবে পুন ধরা,
ধর্ম্মবলে অস্ত্রবল তৃণ হেন গণি;—
তাই আজি কাঁদে তোর দুখিনী জননী।

যা কহিলে সত্য হৈল, গান্ধারী জননি;
ধর্ম্মবলে অস্ত্রবল তৃণ হেন গণি!
কোথা ভীষ্ম মহারথী, কোথা কর্ণ সেনাপতি,
কোথা গেল সে দুর্জ্জয় দশ অক্ষৌহিণী!
কোথা গেল শত ভাই কুরু অভিমানী!

যা কহিলে সত্য হৈল, গান্ধারী জননি :
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মপুত্র লভিলা ধরণী !
ধর্ম্মবল-সম বল, নহে ধন-জন-বল,
ধর্ম্মবলে অস্ত্রবল তৃণ হেন গণি ;—
যা কহিলে সত্য হৈল, গান্ধারী জননি !

নিমাই সন্ন্যাস।

আজ শচীমাতা কেন চমকিলে,
ঘুমা'তে ঘুমা'তে উঠিয়া বসিলে ?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে 'নিমু' 'নিমু', ব'লে,
দ্বার খুলি' মাতা কেন বাহিরিলে ?

'বউমা ! বউমা ! ঘুমা'য়ো না আর !
উঠ অভাগিনি ! দেখ একবার ;
প্রাণের নিমাই বুঝি ঘরে নাই,
বুঝি বা পলা'ল করি' অন্ধকার !'

তাই বটে, হায় ! বধূ একাকিনী
রয়েছে নিদ্রিতা সরলা কামিনী ;
'শূন্য পড়ি ঘর, কোথা প্রাণেশ্বর !
গেছে গেছে করে' উঠে বিনোদিনী !

'সে কি বল বউ ! ও মা সে কি কথা !
হা মোর নিমাই, পলাইল কোথা !'
পাগলিনী-প্রায়, দ্বারে গিয়ে হায়,
নাম ধরে কত ডাকিলেন মাতা !

ডাকেন জননী 'নিমাই' ! 'নিমাই' !
প্রতিধ্বনি বলে, 'নাই' 'নাই' 'নাই' !
ডাকিছেন যত, শোক-সিন্ধু তত
উথলিয়া উঠে ; কোথা রে নিমাই !

গভীর নিশীথে দূর গ্রামান্তরে,
সেই প্রতিধ্বনি, 'যাই' 'যাই' করে ;
ভাবেন জননী আসে গুণমণি,
ডাকেন উৎসাহে হরিষ-অন্তরে ।

নিমাই ! নিমাই ! হা মাতা সরলে,
পাগলিনী হ'লে সকলেই ছলে ;
কাঁদ মা জননি ! তব গুণমণি
আঁধারে লুকা'য়ে ওই গেল চলে !

প্রবল আগুন জ্বলেছে ভিতরে,
আর তারে হেথা কে বা রাখে ধ'রে ?
তাই মহাবেগে যায় অনুরাগে,
পাপী জগতের পরিত্রাণ তরে !

ধ'রেছ জঠরে তাই ব'লে তারে
পার কি রাখিতে আপন আগারে ?
যে কাজ সাধিতে আসা অবনীতে,
নিলেন ঈশ্বর সে কাজে তাহারে।

নদীয়াতে ছিল তোমার নিমাই,
আজি সে হইল, পাপীদের ভাই ;
জগতের তরে সে যে প্রাণ ধরে,
বুঝিলে না মাতা, কাঁদিতেছ তাই !

শচীমাতা কাঁদে, ঘর ফেটে যায় ;
বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারে পুতলীর প্রায়—
দাঁড়ায়ে ললনা, বিষণ্ণ-বদনা,
বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে পায় !

কেঁদ না লেখনি ! কর রে বর্ণনা,
স্নেহময়ী মা'র সে ঘোর যাতনা ;
শোকে অভিভূত ধড়-ফড় কত
করিছেন মাতা, হারা'য়ে চেতনা !

বধূ নিজ মুখ মুছিছে অঞ্চলে,
আর হস্তে ঠেলে, 'মা গো' 'মা গো' বলে ;
শোকের সাগরে দুটি নারী মরে ;
উঠ প্রতিবাসী ! উঠ গো সকলে !

রজনী পোহা'ল, দিক্ প্রকাশিল :
শচীর ক্রন্দন গগনে উঠিল ;
উঠি' প্রতিবাসী ত্বরা করি আসি'
'কি হইল বলি' দ্বারেতে ডাকিল।

ঘরে আসি' দেখে সে ঘর আঁধার !
সে প্রসন্ন মুখ সেথা নাহি আর !
শিরে কর দিয়ে পড়িল বসিয়ে ;
'হায় কি হইল !' মুখেতে সবার।

এদিকেতে গোরা নিজবেগে ধায়,
কেশব ভারতী আছেন যথায় ,
হরি-গুণগান করি' পথে যান,
প্রেমের সাগর উথলিয়া যায়।

'নিশিতে' ডাকিলে লোকে ধায় যথা,
নিজ মনে গোরা চলিয়াছে তথা ;
পাপীর ক্রন্দন করিছে শ্রবণ,
আর বার ভাবে জননীর কথা।

বলেন সঘনে, 'কোথা দয়াময় !
রহিল জননী, 'ক'রো যাহা হয়।
আমি দ্বারে দ্বারে ঘোষিব তোমারে
এ দেহে জীবন যত কাল রয়।

নির্ম্মল প্রকৃতি সরলা যুবতী
ঘরে আছে জায়া পতিব্রতা সতী :
তারে দয়া করি' তবে দেখো হরি !
ক'রো ক'রো নাথ ! তাহার সদ্গতি।

প্রিয় নবদ্বীপ ! প্রিয় ভাগীরথি !
ছেড়ে যাই আমি দাও অনুমতি।
হরি সংকীর্ত্তনে তোমা দুই জনে
জুড়ায়েছি আমি যেমন শকতি !

প্রিয় হরি-নাম ঘোষিব বিদেশে,
দ্বারে দ্বারে যাব ভিখারীর বেশে,
নিজে পায়ে ধরি' ভজাইব হরি,
হরি নামে পাপী শান্তি পাবে শেষে !'

এত বলি গোরা নদে ছাড়ি' যায়,
নদে পুরী শোকে করে হায় হায় !
কারে কি যে কর, জান হে ঈশ্বর,
দেখে শুনে কবি হত-বুদ্ধি প্রায় !

অসহায়।

কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে,
তুলে নে কোলে !
ফেলিস্ নে মা, ধূলো কাদা
মেখেছি বোলে !

সারাদিন ক'রে খেলা,
ফিরেছি মা সন্ধ্যেবেলা,
আমার খেলার সাথী যে যার মত
গিয়াছে চলে!
কত আঘাত লেগেছে গায়,
কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
কত পড়ে গেছি, গেছে সবাই
চরণে দলে!
কেউ ত আর চাইলে না ফিরে,
নিশার আঁধার এল ঘিরে,
এখন মনে হ'ল মায়ের কথা
নয়নের জলে!

মস্তক-বিক্রয়।

কোশল নৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি' যশোগাথা;
ক্ষীণের তিনি সদা শরণঠাই,
দীনের তিনি পিতামাতা।
সে কথা কাশীরাজ শুনিতে পেয়ে
জ্বলিয়া মরে অভিমানে;—
'আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে
তাহারে বড় করি' মানে!

আমার হ'তে যার আসন নীচে
তাহার দান হ'ল বেশি!
ধর্ম্ম দয়ামায়া সকলি মিছে—
এ শুধু তার রেষারেষি!'
কহিলা, "সেনাপতি, ধর কৃপাণ,
সৈন্য কর সব জড়;
আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান্,
স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে বড়!"
চলিলা কাশীরাজ যুদ্ধসাজে,—
কোশলরাজ হারি' রণে
রাজ্য ছাড়ি' দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে
পলা'য়ে গেল দূর বনে!
কাশীর রাজা হাসি' কহে তখন
আপন সভাসদ মাঝে—
"ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন
তারেই দাতা হওয়া সাজে।'
সকলে কাঁদি' বলে—"দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরেও হানে!
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু,
চাহে না ধর্ম্মের পানে!"
"আমরা হইলাম পিতৃহারা"—
কাঁদিয়া কহে দশদিক্—
"সকল জগতের বন্ধু যাঁরা
তাঁদের শত্রুরে ধিক্!"

শুনিয়া কাশীরাজ উঠিল রাগি',
"নগরে কেন এত শোক !
আমি ত আছি তবু কাহার লাগি
কাঁদিয়া মরে যত লোক।
আমার বাহুবলে হারিয়া তবু
আমারে করিবে সে জয় !
অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু
শাস্ত্রে এই মত কয় !
মন্ত্রি, রটি' দাও নগর-মাঝে
ঘোষণা কর চারিধারে—
যে ধরি' আনি' দিবে কোশলরাজে,
কনক শত দিব তারে !"
ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটী—
রটনা করে দিনরাত।
যে শোনে, আঁখি মুদি' রসনা কাটি'
শিহরি' কাণে দেয় হাত !
রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
মলিন চীর দীনবেশে।
পথিক একজন অশ্রুনীরে,
একদা শুধাইল এসে,—
"কোথা গো বনবাসী বনের শেষ,
কোশলে যাব কোন্ মুখে ?"
শুনিয়া রাজা কহে, "অভাগা দেশ,
সেথায় যাবে কোন্ দুখে ?"

পথিক কহে, "আমি বণিক্-জাতি,
ডুবিয়া গেছে মোর তরী।
এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি'
কেমনে রব প্রাণ ধরি'!
করুণা-পারাবার কোশলপতি
শুনেছি নাম চারিধারে,
অনাথ-নাথ তিনি দীনের গতি,
চলেছে দীন তাঁরি দ্বারে!"
শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে
রুধিলা নয়নের বারি,
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে
কহিলা নিঃশ্বাস ছাড়ি' —
"পান্থ, যেথা তব বাসনা পূরে
দেখায়ে দিব তারি পথ;
এসেছ বহু দুখে অনেক দূরে
সিদ্ধ হবে মনোরথ।"
বসিয়া কাশীরাজ সভার মাঝে;
দাঁড়াল জটাধারী এসে।
"হেথায় আগমন কিসের কাজে?"
নৃপতি শুধাইল হেসে।
"কোশলরাজ আমি, বন-ভবন,"
কহিলা বনবাসী ধীরে,—
"আমারে ধরা পেলে যা' দিবে পণ,
দেহ তা মোর সাথীটিরে!"

উঠিল চমকিয়া সভার লোকে,
নীরব হ'ল গৃহতল,
বর্ম্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল।
মৌন রহি' রাজা ক্ষণেক তরে
হাসিয়া কহে—"ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি!
তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে,
রাজ্য ফিরি দিব, হে মহারাজ,
হৃদয় দিব তারি সনে।"
জীর্ণ চীর-পরা বনবাসীরে
বসা'ল নৃপ রাজাসনে,
মুকুট তুলি' দিল মলিন শিরে,
ধন্য কহে পুরজনে!

দুঃখ বিনা সুখ হয় না।

কেন পান্থ! ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ?
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ!
কাঁটা হেরি' ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

প্রতিমা।

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে—
এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা ;
মন্দির তোমার কি গড়িব, মা গো,
মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা !

তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর অটবী,
নিকুঞ্জভবন, বসন্ত-পবন
তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা !

সতীর পবিত্র প্রণয় মধু;—মা !
শিশুর হাসিটি জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি
তোমার মাধুরী, তোমার মহিমা !

যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
শতরূপে মা গো, বিরাজিত তুমি,
বসন্তে কি শীতে, দিবসে নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব-গরিমা !

খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে,
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা !*

ধাত্রী পান্না।

দশমাস গর্ভে তোরে ক'রেছি ধারণ,
স্নেহের পুতুলি তুই, তুলি' তোরে বুকে,
করা'য়েছি স্তনপান, লালন পালন।
কত যে ক'রেছি, নিজে কি বলিব মুখে।
সমুদ্রের পার আছে, তল আছে তার,
অতল অপার মাতৃস্নেহ-পারাবার!

অগাধ সে স্নেহসিন্ধু, অভাগী পান্নার
নিয়তির ফলে আজি শুষ্ক মরুস্থল!
মন্দাকিনী-নীরধারা, স্বাদু দেবতার,
বৈতরণী-স্রোত তাহে বহিল প্রবল!
শিরীষকুসুম আজি কঠিন কুলিশ!
মলয়জ পঙ্ক হ'ল দুর্গন্ধ পুরীষ!

বাঘিনী, রুধির পানে নিয়ত লোলুপা,
আপন সন্তানে তা'রো প্রবল মমতা;
পরসুত-ঘাতিনী পুতনা গোপীরূপা,
নিজপুত্রে স্তনদানে করেনি খলতা;
বাঘিনী, রাক্ষসী বড় নির্দ্দয় জগতে,
তারা কিন্তু শতগুণে ভাল আমা হ'তে।

হায় বৎস! এ বীভৎস কার্য্য সম্পাদনে
পাপীয়সী পান্না বই সাধ্য আর কার?
পরলোকগত পতি, তাঁর স্থাপ্য ধনে
ডাকাতি করিতে আজি প্রবৃত্তি আমার!
পতিকুলে দিতে, বাপ! নিবাপ-অঞ্জলি,
কেহ না রহিবে, তোরে যমে দিলে বলি!

কেন রে অজস্র অশ্রু হৃদিবজ্রসারে
পড়িস্ বহিয়া, পান্না পাশরিবে স্নেহ।
'অশ্বথামা হত' এই মিথ্যা সমাচারে
কুরুক্ষেত্র রণে দ্রোণ ত্যজিলেন দেহ;
মহারথ তিনি, তবু বাৎসল্যের দাস!
নারী হ'য়ে বীরধর্ম্ম করিব প্রকাশ।

স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে দীক্ষা যার আছে,
কঠোর বীরের ধর্ম্ম পালে সেই জনে,
আত্ম-পরিজন-স্নেহ তুচ্ছ তার কাছে,
স্থির লক্ষ্য একমাত্র সঙ্কল্পসাধনে।
ভীরুতা মমতা, দুয়ে নিকট সম্বন্ধ,
কাপুরুষ ক্ষুদ্র-চেতা সদা স্বার্থে অন্ধ!

কুলপাংশুলার গর্ভে জনম যাহার
সেই দাসী-পুত্র হবে মিবারের রাজা?
খদ্যোতে হরিয়া লবে দ্যুতি চন্দ্রমার?
মৃগেন্দ্র-বিক্রমে'বনে বিচরিবে অজা?

অসুরে অমৃতভাণ্ড করিবে হরণ ?
কুকুরে যজ্ঞের হবি করিবে লেহন ?

না দিব ধটিতে হেন, বাঁচাব কুমারে ;
হিন্দুর গৌরব-রবি রাণাবংশধর,
রহিবে অক্ষত দেহে, বলুক্ আমারে
অপত্যঘাতিনী লোকে, তাহে নাহি ডর।
দাতাকর্ণ লভে পুণ্য, বধি বৃষকেতু,
আমার অপত্যবধ হবে ধর্ম্মহেতু।

এস পুত্র ! পরাইব বস্ত্র-আভরণ,
সাজাব তোমারে স্বর্ণ-খচিত সুবেশে,
পালঙ্কের অঙ্কে তোমা করিয়া স্থাপন
কাঁপাব চামর-বাতে কাকপক্ষ-কেশে।
নির্জ্জল নিশ্চল নেত্রে চাব মুখপানে,
যাবৎ না হও ছিন্ন ঘাতক-কৃপাণে।

পলাও উদয়সিংহ, সিংহের শাবক,
শৃগালের বৃত্তি এবে আশ্রয় তোমার ;
জ্বলিবে যখন তব পৌরুষ-পাবক,
উৎপাত-পতঙ্গ পুড়ে হবে ছারখার।
ঢাকুক্ প্রভাত-রবি কুহেলী-তিমির,
অচিরে প্রদীপ্ত তেজে উঠিবে মিহির !

সীতা-হরণে রামের বিলাপ।

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে,
"ভুলিতে না পারি সীতা, সদা মনে জাগে।
কি করিব কোথা যাব, অনুজ লক্ষ্মণ,
কোথা গেলে সীতা পাব, কর নিরূপণ!
বুঝি কোন মুনিপত্নী-সহিত কোথায়,
গেলেন জানকী, নাহি জানায়ে আমায়।
গোদাবরী-নীরে আছে কমল-কানন,
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ?
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া,
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া?
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস,
চন্দ্রকলাভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস?
রাজ্যচ্যুত আমারে দেখিয়া চিন্তান্বিতা,
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা?
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে,
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে,
কেকয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে!
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে,
লুকাইল তেমনি জানকী বনান্তরে।
কনক-লতার ন্যায় জনক-দুহিতা
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা!

দিবাকর, নিশাকর, দীপ, তারাগণ,
নিরবধি করিতেছে তমঃ নিবারণ,
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার,
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার !
দশ দিক্ শূন্য দেখি সীতার অভাবে ;
সীতা বিনা অন্য কিছু হৃদয় না ভাবে।
সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান, সীতা চিন্তামণি,
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী।
দেখ রে লক্ষ্মণ ভাই, কর অন্বেষণ,
সীতারে আনিয়া দেহ, বাঁচাও জীবন।
জানি আমি পঞ্চবটী, তুমি পুণ্যস্থান,
তাই সে এখানে করিলাম অবস্থান ;
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে,
গুণময়ী প্রিয়া মম দিলে তুমি কারে ?
শুন বন-মৃগ-পক্ষী, শুন বৃক্ষ-লতা,
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা ?
বারেক সে বরাঙ্গীর বলিয়া সন্ধান,
রাখ বাখ তোমাদের অতিথির প্রাণ !”

আশার-স্বপন।

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা ;
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে,
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।

এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে,
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে,
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।

আমি শুনিনু জাহ্নবী-যমুনার তীরে,
পুণ্য-দেব-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী,
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।

আর দেখিনু যতেক ভারত-সন্তান,
একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেন গো তেজ' মূর্ত্তিমান্,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।

ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা, গাঁথি' জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয়-গাথা !

নদীর মিনতি।

কেন আহা বসে' আছ রৌদ্রদগ্ধ তীরে,
হর তৃষা, অবগাহ আমার এ নীরে
নিঃসঙ্গ পথিক ! নিঃসঙ্কোচে এস চলি'
চঞ্চল চরণ ক্ষেপে স্বচ্ছ বক্ষঃ দলি';
আরো এস নামি'—তব সর্ব্বতাপ গ্লানি
দূর করি দিব, ভ্রাতঃ ! স্নেহসিক্ত পাণি
বুলাইব তপ্ত গাত্রে। বড় শ্রান্ত তুমি ;
কত না বিঁধেছে পদে ও বন্ধুর ভূমি !
সান্ত্বনা শুশ্রূষা সনে দিব ধৌত করি'
সকল কলঙ্ক-রেখা ; শুভ্রবাস পরি'
যেয়ো তুমি স্নাত, শুদ্ধ, যথা ইচ্ছা সুখে :
গ্লানি শুধু ফেলে যেয়ো, পাতি' লব বুকে !

ধ্যান।

মুখের কথা বন্ধ হ'ল,
এবার কথা মনে মনে,
সুরের খেলা সাঙ্গ হ'ল
এবার খেলা এই গোপনে।
এবার শুধু মনের চোখে
তোমার সনে আমার দেখা,
আমার মনের বিশ্ব-লোকে
তোমার সাথে মিল্‌ব একা।

কেউ রবে না কোথাও বাকী,
তোমার প্রেমে উদাস হ'ব,
তোমার পায়ে হৃদয় রাখি'
এবার আমি মগন র'ব।
সুখ রবে না, দুখ রবে না,
কেবল তুমি, কেবল আমি,
রবে তোমার এই চেতনা
আমার মনে দিবস-যামী।
ধ্যানে তোমার আনন্দ পাই,
শুনি তোমার নীরব কথা,
অহর্নিশি অন্তরে চাই,—
শান্ত তব প্রসন্নতা।
ধ্যানে এবার আমার প্রাণ
তোমার প্রাণে মিলিয়ে ধর,
ধ্যানে এবার মুক্তি দানে
তোমার সাথে যুক্ত কর!

রাজার রাজা

বাদশাহ যবে   বন্দনারত
ছিলেন ভজনাগারে,
সন্ন্যাসী আসি'   দর্শন-আশে
দাঁড়ায়ে রহিল দ্বারে।

উপাসনা-শেষে যাচিলা নৃপতি
ভকতি-পূরিত স্বরে,
"দাও প্রভু, মোরে ধন-সম্পদ্
বিভব, করুণা ক'রে।"
বাহিরে আসিতে দেখিলেন চাহি'
ভস্মভূষিত কায়,
সন্ন্যাসী এক দ্বার হ'তে তাঁর
ধীরে ফিরে চলে যায়।
শুধাইলা তাঁরে মধুর বচনে,
"ওগো সন্ন্যাসি, কেন
আসি' এ সময়ে রাজপুরী মাঝে
ফিরে চলে যাও হেন ?
সাধু-সজ্জন ভিক্ষুক হেথা
হয় না বিফল-আশ,
যাচ্ঞা তোমার জানাইলে মোরে
পূরাইব অভিলাষ।"
সন্ন্যাসী কহে, "জয় হ'ক তব,
ধন্য রাজাধিরাজ !
অর্থ-আশায় এ রাজ-ভবনে
এসেছিনু আমি আজ !
বাসনা আমার— অনাথ আতুর
আশ্রয়হীন লাগি'
আশ্রম এক করিব স্থাপন
নগরে ভিক্ষা মাগি'।

দেখিলাম হেথা— বিশাল রাজ্য
আছে যাঁর পদানত,
মাগিছেন ধন সেই মহীপতি—
ভিখারী আমার মত !
কে পূরাবে তবে আকাঙ্ক্ষা মোর ?
যা কিছু অভাব আছে —
যে রাজার দ্বারে ভিক্ষুক রাজা,
মাগিব তাঁহারি কাছে !"

রাঙা চুড়ি।

জনক আসিল বাড়ী, এনে দিল রাঙাচুড়ি
পূজাদিনে মেয়েটিরে তাঁর।
পরি' তাই দুটি হাতে সে আজ পুলকে মাতে,
দেখা'য়ে বেড়ায় দ্বার-দ্বার।
সানাই শুনিয়া কাণে, পূজার মণ্ডপ-পানে
ছুটে যেতে পড়িল ধূলায় ;
আঘাতে কাঁচের চুড়ি একেবারে হ'ল গুঁড়ি,
চেয়ে দেখে, এ কি হায় হায় !
উঠিবে না ধূলা ঝাড়ি' ফিরিবে না আর বাড়ী,
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি' দিয়া ;
ভাঙা চুড়ি বার বার জোড়া দেয়, কাঁদে আর
চুল ছিঁড়ে লুটিয়া লুটিয়া।

পিতা আসি' তুলে বুকে চুমা দিয়া বলে মুখে,
"এতে আর কিসের কাঁদন ?"
ভয়ে খুকী মুদে আঁখি, মা তাহার বলিবে কি ?
নষ্ট হ'ল বহুমূল্য ধন !
পিতা কহে, "মা আমার, কেন মিছে কাঁদ আর ?
এনে দিব—ভারি এর দাম !"
থামিবে না কোন রূপে, তবু খুকী ফুঁপে ফুঁপে
কাঁদিয়া চলিবে অবিরাম।
কে বুঝিবে তার ব্যথা ? কহে সবে বাজে কথা,
মূল্য শুধু ভাবে পয়সায় ;
আকুল বাঞ্ছার যাহা যত ক্ষুদ্র হোক্ তাহা,
মিলিবে কি হাজার টাকায় ?
সমগ্র বালিকা-প্রাণ চুড়ি সনে খান খান !
দাম দিবে কে বা বল তার ?
এমন পূজার দিনে সেই রাঙা চুড়ি বিনে
তার যে গো সকলি আঁধার !

যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী-সম্বাদ।

একদিন কৃষ্ণা বসি' যুধিষ্ঠির পাশে।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাষে॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন॥

কঠিন হৃদয় তার লোহাতে গঠিল।
তিল মাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল॥
তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি।
সহনে না যায় মোর সন্তাপিত মতি॥
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী সহিতে থাকে তপস্বীর বেশে॥
এই তব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান।
ইহা সবা প্রতি নাহি কর অবধান॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্বসা আমি দ্রুপদনন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্মায়।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয়॥
ক্ষত্র হ'য়ে ক্রোধ নাহি নাহি হেন জন।
তোমাতে না দেখি রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ॥
সময়েতে যেই লোক তেজ নাহি করে।
হীনজন বলি রাজা তাহারে প্রহারে॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি।
এইরূপ উপদেশ দিলা পৌত্র প্রতি॥
সদা ক্ষমী না হইবে সদা তেজোবন্ত।
সদা ক্ষমা করে তার দুঃখের নাহি অন্ত॥
শত্রুর আছুক কার্য্য মিত্র নাহি মানে।
অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে॥
দোষমত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে।
মহাক্লেশ পায় যে সর্ব্বদা ক্ষমা করে॥

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম-নরপতি
উত্তর করিলা তাঁরে ধর্ম্মশাস্ত্র-নীতি ॥
ক্রোধ সম পাপ দেবি না আছে সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে ॥
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হৈলে বলে ॥
আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বেরী।
বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি ॥
এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধ যে লোক তা'কে সর্ব্বলোকে পূজে।
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয় ॥
কৃষ্ণা বলিলেন বিধিপদে নমস্কার।
যেইজন হেনরূপ করিল সংসার ॥
সেইজন যাহা করে সেই মত হয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কিছুই সাধ্য নয় ॥
ধর্ম্মকর্ম্ম বিধিমতে তুমি আচরিলা।
ঈশ্বর উদ্দেশে তুমি জীবন সঁপিলা ॥
তথাপি বিধাতা তব কৈল হেন গতি।
ধর্ম্ম হেতু পঞ্চ ভাই পাইলা দুর্গতি ॥
ধর্ম্ম হেতু সব ত্যজি আইলা বনেতে।
চারি ভাই আমাকেও পারিবা ত্যজিতে ॥
তথাপিও ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবা রাজন্।
কায়ার সহিতে যেন ছায়ার গমন ॥

যেইজন ধর্ম্ম রাখে তারে ধর্ম্ম রাখে।
না করি সন্দেহ শুনিয়াছি গুরুমুখে॥
তোমাকে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণে।
এই ত বিস্ময় খেদ হয় মম মনে॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্বক্ষিতীশ্বর হ’য়ে নাহি অহঙ্কার॥
শ্রেষ্ঠ জন হীন জন দেখহ সমান।
সহাস্য বদনে সদা কর নানা দান॥
অসংখ্য অসংখ্য লোক স্বর্ণপাত্রে খায়।
আমি করি পরিচর্য্যা স্বহস্তে সবায়॥
দীনেরে সুবর্ণ দান করি আজ্ঞা মাত্রে।
তুমি এবে বনফল ভুঞ্জ বনপত্রে॥
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে॥
এখন সে সব ধর্ম্ম পালিবা কেমনে।
রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে॥
ধিক্ বিধাতায় এই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল অধর্ম্ম॥
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন উত্তম কহিলা।
কেবল করিলা দোষ ধর্ম্মেরে নিন্দিলা॥
আমি যত কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
সমর্পণ করি সব ঈশ্বরের ঠাঁই॥

কর্ম্ম করি’ যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফললোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
পরিণামে পড়ে সেই নরক দুস্তরে॥
দেখ এ সংসারসিন্ধু ঊর্ম্মি কত তায়।
হেলে তরে সাধুজন ধর্ম্মের নৌকায়॥
ধর্ম্মকর্ম্ম করি’ ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে।
ঈশ্বরেরে সমর্পিলে অনায়াসে তরে॥
শিশু হয়ে ধর্ম্ম আচরয়ে যেইজন।
বৃদ্ধের ভিতরে তারে করয়ে গণন॥
আমারে বলিলা তুমি সদা কর ধর্ম্ম।
আজন্ম আমার দেবি সহজ এ কর্ম্ম॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব গেলা যেই পথে।
মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে॥
তুমি বল বনে ধর্ম্ম করিবা কেমনে।
যথা শক্তি তথা আমি করিব কাননে॥
অন্য পাপে প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে তার।
ধর্ম্মেরে নিন্দিলে কভু নাহি প্রতিকার॥
হর্ত্তা কর্ত্তা ধাতা সেই সবার ঈশ্বর।
তাঁহার সৃজন এই যত চরাচর॥
কীট অনুকীট সম মোরা কোন্ ছার।
নিন্দিব কেমনে বল সেই পরাৎপর॥

নির্ভয়।

কেন কর মন বৃথা ভয়?
ভব-কর্ণধার করিবেন উদ্ধার,
কি আছে এতে সংশয়!
দূরে যায় ভয় যাঁহার স্মরণে,
কি ভয় আছে রে তাঁহার ভবনে,
দয়ার তাঁহার নাহি নাহি পার,
জেনো রে স্থির নিশ্চয়।
সূর্য্য যদি সৌরজগৎ হইতে,
কক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে অবনীতে,
নিবে চন্দ্র তারা, চূর্ণ হয় ধরা,
চিহ্নমাত্র নাহি রয়;
তথাপিও পাপী পাবে পরিত্রাণ,
প্রতিভূ আপনি করুণা-নিধান,
পদতরি দানে পতিত সন্তানে
রাখিবেন প্রেমময়।
আশা-রথে সুখে করি' আরোহণ,
ক্রমে উর্দ্ধমুখে কর রে গমন,
যদি দৈব-দোষে, প'ড়ে যাও খ'সে
দিবেন তিনি আশ্রয়;
জয় জগদীশ ধ্বনি কর মুখে,
বাধা বিঘ্ন নাহি রহিবে সম্মুখে,
তাঁরি কৃপাবলে, মন, অবহেলে
লভিবে শান্তি-নিলয়।

হাসি ও অশ্রু ।

হাস্য শুধু আমার সখা ? অশ্রু আমার কেহই নয় ?
হাস্য ক'রে অর্দ্ধ জীবন করিছি তো অপচয় ।
চলে যা রে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয় !
গলা ধরে কাঁদ্‌তে শিখি গভীর সহবেদনায় ;
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুঃখের সঙ্গে বসবাস—
ইহাই আমার ব্রত হোক, ইহাই আমার অভিলাষ ।
নিয়ে আয় সেই সীতার ভাগ্য, দময়ন্তীর অশ্রুধার,
শকুন্তলার পরিত্যাগ, আর দ্রৌপদীর সেই হাহাকার ;
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যচ্যুতি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রশোক,
হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বনাশ—নিয়ে আয় সেই অশ্রু-লোক ;
সীজার হানিবলের পতন, সেকেন্দরের রাজ্যলোপ,
নেপোলিয়ন বিপক্ষেতে সারিবদ্ধ ইয়োরোপ ;
দারার মাথার উপর খড়্গ, ঔরঙ্গীবের মৃত্যুভয়,
পাণিপথে বিশ্বজয়ী মহারাষ্ট্রের পরাজয় ;
সে সব দৃশ্য নিয়ে আয় রে—সুখের দৃশ্য দূরে থাক্—
আজি আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বহে যাক্ ।
যেথায় ক্লান্তি, যেথায় ব্যাধি, যন্ত্রণা ও অশ্রুজল—
ওরে তোরা হাতটি ধরে, আমায় সেথায় নিয়ে চল ।

পরের দুঃখে কাঁদ্‌তে শেখা—তাহাই শুধু চরম নয়,
মহৎ দেখে কাঁদ্‌তে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয় ।

কর্ম্মের জন্য দেহপাত ও ধর্ম্মের জন্য জীবনদান,
সত্যের জন্য দৃঢ়ব্রত, পরের জন্য নিজের প্রাণ।
বুভুক্ষুকে ভিক্ষা দেওয়া, ব্যাধির পার্শ্বে জাগরণ,
নিরাশ্রয়কে গৃহ দেওয়া, আত্মরক্ষা দৃঢ়পণ।
পিতার জন্য পুরুর কুষ্ঠ, পরের জন্য ভীষ্মের প্রাণ,
ভগীরথের তপস্যা ও দধীচির সেই অস্থিদান।
গান্ধারীর সেই স্নেহের উপর স্বকীয় কর্ত্তব্য-জ্ঞান,
সীতার সেই স্বর্গীয় ক্ষমার আলোকিত উপাখ্যান।
বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাস,
প্রতাপসিংহের দারিদ্র্য ও দুর্গাদাসের ইতিহাস—
সেই রাজ্যে নিয়ে যা'রে কাঁদার মত কাঁদিয়ে দে,
জাগিয়ে দে, লাগিয়ে দে, নাচিয়ে দে, মাতিয়ে দে।
উঠুক্ বন্যা, যেন তাহা স্বর্গের রাজ্য ছাড়িয়ে যায়;
শেষে প্রাণের উজানটানে মায়ের পায়ে গড়িয়ে যায়!

আনন্দের ধাম।

কোটি বিশ্বব্যাপী এক সত্বা বর্ত্তমান,
আনন্দ তাহার নাম;
একদিকে ইহলোক তার
মাঝখানে মৃত্যু-পারাবার,
আর দিকে জ্যোতির্ম্ময় আলয় মহান—
সেই আনন্দের ধাম।

জীবন-উজল-রবি হেরি' অস্তমান,
যবে অবসন্ন প্রাণ ;
হৃদয়ের অযুত দুয়ারে
অযুত আহ্বান ঘুরে মরে,
যে আবাস হ'তে আসে সে সব আহ্বান—
সেই আনন্দের ধাম !

উল্লাসে পূজার আশে ভেদিয়া বিমান,
শত জীবন্মুক্ত প্রাণ ;
দেবতার মহান্ চরণে,
আহুতি লইয়া হিয়া মনে,
সঘনে ছুটিয়া যথা করিছে প্রয়াণ—
সেই আনন্দের ধাম !

থাকুক্ যেমতি নর সজ্ঞান, অজ্ঞান,
সেই এক লক্ষ্যস্থান ;
দু'দিনের খেলা শেষ হ'লে,
নিয়তির সনে যাবে চলে,
লভিবে দেবের শান্তি, অনন্ত আরাম—
সেই আনন্দের ধাম !

কণিকা।

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল,
গড়ি' তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।

মুহূর্ত্ত নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
রচে যুগ-যুগান্তর—অনন্ত মহান্।
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ-পথে, ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
এ ধরায় স্বর্গশোভা নিত্য দেয় আনি!

দণ্ডকারণ্য দর্শনে।

কল্পনে, জাগাও আজি সুখ-দুঃখময়
অতীত কাহিনী স্মৃতি; গাইব বিজনে,
কাঁদিব একেলা হেথা, জুড়াবে হৃদয়,
সীতার বিরহ-কথা স্মরি মনে মনে।

আজিও গো গোদাবরি! কলধ্বনি তব,
করিতেছে মুখরিত শূন্য জনস্থান;
বিকশিয়া মনোহর শোভা অভিনব,
আজিও শোভিছে দূরে গিরি মাল্যবান্।

দস্যু'বন্ধ-অধিষ্ঠিত জন্মস্থান-পারে,
এই সে দণ্ডকারণ্য চিত্র কুঞ্জবন;
দূরে দূরে সুবিস্তীর্ণ বনের দু'ধারে,
শোভে গিরি শত শত, শোভে প্রস্রবণ।

কাদম্বের কলকণ্ঠে কোথা কর্‌ম্বিত
মনোহর পম্পা-সরঃ নয়ন-রঞ্জন ;
কোথা বা কীচকবন পেচক-শব্দিত,
নিষ্কূজ-স্তিমিত কোথা সুগভীর বন।

এই সে দণ্ডকারণ্য শোভায় প্লাবিত,
সেই চারু জনস্থান, গিরি-প্রস্রবণ ;
সেই মহারঙ্গভূমি—যথা অভিনীত,
অমিত বিরহ-দুঃখ, সৌহার্দ্দ মিলন।

হে শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি! দেখাও এ বনে
ফুটিল যে কুঞ্জতলে বাল্মীকি-ভারতী ;
যাপিলা সুদীর্ঘ কাল বিরহ রোদনে
যথায় ভারতলক্ষ্মী দেবী সীতা সতী।

ছায়াময়ী জানকি গো! কোন্ ছায়াতলে
জুড়াইতে তাপদগ্ধ জীবন তোমার ?
যেতে কি কালিন্দী-তটে শ্যামবট-মূলে
স্মরি পূর্ব্ব সুখ-কথা বিরহে অপার ?

রচিতে কি শয্যা, দেবি! প্রস্রবণ-শিরে
সৃজি প্রস্রবণ তব দুঃখ-অশ্রুধারে ?
ভ্রমিতে কি বিরহিণি! গোদাবরী-তীরে—
কিংবা সুখচিহ্ন-মাখা কুঞ্জের মাঝারে ?

তোমার পালিত সেই ময়ূর-সন্তান
আজিও নাচিছে হেথা কানন উজলি ;

গাহিছে বিহগ তব করুণার গান,
তোমারি স্নেহের কথা কহে বনস্থলী !

তোমারি রোপিত সেই কদম্ব এখন
করিয়াছে বনভূমি নীপগন্ধময় ;
স্নেহের সৌরভ তব যেন বা কানন—
প্রসারিছে চারিভিতে কৃতজ্ঞ-হৃদয়।

আজিও কদলীকুঞ্জে হরিণের দল—
তব-দত্ত-তৃণ-লুব্ধ নির্ভয়ে বিচরে ;
কাননে কাননে লেখা রয়েছে কেবল
তোমার স্নেহের লিপি অক্ষয় অক্ষরে।

স্নেহময়ী বনদেবী বাসন্তী হেথায়
স্মরিয়া তোমার দুঃখ কাঁদে একাকিনী ;
তমসা মুরলা আসি' গোদাবরী-পায়
বরষে দুঃখের অশ্রু করি' কলধ্বনি।

অর্ঘ্য ঢালে মধুচ্যুত ফল-পুষ্প-দল,
বহে মন্দ বনানিল কমল-সুরভি ;
আবেগ-উচ্ছ্বাসে গায় বিহগ সকল
সতীর মঙ্গল গীত, প্রকৃতির কবি।

জুড়াইতে জগতের বিরহের ব্যথা,
ভারতের পাপ-তাপ করিতে মোচন ;
অমৃতা অমৃতময়ী রামায়ণ-কথা
পত্রের মর্ম্মরে গাহে বনস্পতিগণ।

বাল্মীকির কাব্যকুঞ্জ, প্রিয় জনস্থান !
ভারতীর রঙ্গক্ষেত্র চিরদিন তুমি ;
তুমি পুণ্য তপোবন— শান্তির সোপান,
ঋষির তপস্যা-পূত সুপবিত্র ভূমি !

সতী-বিরহে মহাদেবের বিলাপ।

"রে সতি— রে সতি !" কাঁদিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ মগন হর তাপস যতদিন
ততদিন না ছিল ক্লেশ ॥
শব-হৃদি আসন শ্মশান বিচরণ,
জগৎ নিরূপণ জ্ঞানে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
আশ্রম রতি নিরবাণে ॥
"রে সতি—রে সতি !" কাঁদিল পশুপতি
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
আশ্রম রতি নিরবাণে ॥
জলনিধি মন্থনে, অমৃত উছলিল,
যত সুর বাঁটিল তাহে।
ভাঙ-ভকত হর, হরষিত অন্তর,
গ্রাসিল গরল-প্রবাহে ॥

"রে সতি—রে সতি !" কাঁদিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ মগন হর, তাপস যতদিন
ততদিন না ছিল ক্লেশ॥
সেই যোগ সাধন কি হেতু ঘুচাইলি,
ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে ?
কি হেতু তেয়াগিলি কেনই সমাপিলি,
সে সাধ এতদিন পরে ?
"রে সতি—রে সতি !" কাঁদিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ মগন হর, তাপস যতদিন,
ততদিন না ছিল ক্লেশ॥

দক্ষযজ্ঞ অবসানে।

দক্ষযজ্ঞ হইল শেষ, পিণাকপাণি পাগল-বেশ,
ভ্রমিতে লাগিলা দেশ-দেশ, পরাণপ্রিয়ার কারণে।
চক্রচ্ছিন্ন সতীর দেহ, খুঁজিতে ধান ত্যজিয়া গেহ,
সঙ্গী অপর না আছে কেহ, একাকী ভূধর-কাননে।

অদ্রি কোথা তুলিয়া শির, তটিনী কোথা গভীর নীর,
সাগর কোথা বিশাল তীর, দাঁড়া'য়ে সেখানে কাতরে ;
'বক্ষে আয় আয় রে সতি !' ডাকেন উচ্চে প্রমথপতি,
অবশ তনু, বিভোলমতি, নয়নে সলিল নিঃসরে।

চ্যূতকুঞ্জে কোকিল গায়, ডাকেন ভব 'আয় রে আয়'
দামিনী যদি মেঘে লুকায়, আঁখিতে নিমেষ না রহে।
ছিন্ন শুষ্ক হেরিলে লতা, হৃদয়ে জাগে সতীর কথা,
ছুটেন ভাবি' শ্মশান যথা, তনু যেন তার না দহে।

মাস, বর্ষ চলিয়া যায়, ডাকেন শুধু 'আয় রে আয়'
কি ব্যথা তাঁর হৃদয়ে, হায়! বুঝিবে অপরে কেমনে!
শান্ত ক্রমে প্রমথপতি, বুঝিলা বিশ্বে ব্যাপিয়া সতী;
জীবে চেতনা জড়ে শকতি, বিরাজে তাঁহারি কারণে।

হেথা সতী হরের তরে জন্মিলা গিরিরাজের ঘরে,
বরণ হেরি' আদর ক'রে 'গৌরী' সবাই ডাকিত;
মুগ্ধচিত্ত অচলবাসী, নিরখি' নেত্রে সেরূপ রাশি,
কি দেহভঙ্গী, কি চারুহাসি, জন্মিলা ভবানী ভাবিত।

শ্রান্ত, ক্লান্ত ভ্রমিয়া হর আসিলা ক্রমে হিমভূধর,
বিজনে বসি' পাষাণ'পর, লইলা কঠোর সাধনা;
ধ্যানে বিধি না পান যাঁরে, বর্ণিতে গুণ বচন হারে,
না জানি তিনি ভাবেন কারে, কি বা মনোগত বাসনা!

বার্ত্তা শুনি' অচলরাজ চলিলা সেই শিখর-মাঝ;
গৌরী লইয়া সখী-সমাজ, চলিলা ভেটিতে শঙ্করে।
ধ্যানমগ্ন বসি' ঈশান, না বহে শ্বাস, না আছে জ্ঞান,
অঙ্গ রজতগিরি সমান উজলিছে হিমভূধরে।

ভালে শোভে তরুণ ইন্দু, জটা-জড়িত ত্রিদশসিন্ধু,
ক্ষরিছে নেত্রে করুণাবিন্দু, দুরিত জীবের চিন্তনে।
মুগ্ধা গৌরী নিরখি' ভবে, কহিলা নিজ জনকে তবে,
'ধন্য আমার জনম হবে এ পদ-কমল সেবনে।'

আজ্ঞা লভি' হরষভরে গৌরী নিয়ত সেবেন হরে,
সাজায়ে অর্ঘ্য আপন করে, সঁপিতেন পদ পূজিয়া।
মাতা তাঁর করি' যতন পরা'ত কত বেশ, ভূষণ,
কবরী করি' ফুলে শোভন, মৃগমদে তনু মাজিয়া।

স্থাণুসম বসিয়া হর, চিত্ত আপন সাধনা'পর
বিগত ক্রমে কত বৎসর, না হেরেন তাঁরে লোচনে।
গৌরী মনে করি' বিচার, খুলিলা নিজ মুকুট, হার,
শোভিল শিরে জটার ভার, ভূষিতা বিভূতি-ভূষণে।

প্রীত প্রভু মেলিলা দৃষ্টি, বিশ্বে হইল অমৃত বৃষ্টি,
দেখিলা নেত্রে নূতন সৃষ্টি, সতীধন তাঁর দাঁড়া'য়ে;
'কোথা সতি! ছিলি রে বল্, আয় রে প্রাণ কর শীতল,'
বলিয়া মুছি' নয়ন জল ধরিলেন বাহু বাড়ায়ে।

ধন্য জন্ম করিয়া জ্ঞান, গৌরীরে রাজা করিলা দান,
নিখিল বিশ্বে উঠিল তান,—'জয় গৌরী হরভাবিনী।'
গৌরী সমা না আছে সতী, লভিলা গুণে ভুবনপতি,
চরণে এস করি প্রণতি, মিলি' যত কুলকামিনী।

স্তোত্র ।

পূর্ণ-জ্যোতিঃ তুমি ঘোষে দিনপতি,
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি,
বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি,
চন্দ্রমা কহিছে, তুমি সুশীতল !

উদ্বেলিত সিন্ধু-তরঙ্গ উত্তাল,
প্রকাশে তোমারি মূরতি করাল :
মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল,
শিশির কহিছে, তুমি নিরমল !

পুষ্প কহে, তুমি চির শোভাময়,
মেঘবারি কহে, মঙ্গল আলয়,
গগন কহিছে, অনন্ত অক্ষয়,
ধ্রুবতারা কহে, তুমি অচঞ্চল !

নদী কহে, তুমি তৃষ্ণা-নিবারণ,
বায়ু কহে, তুমি জীবের জীবন,
নিশীথিনী কহে, শান্তি-নিকেতন,
প্রভাত কহিছে, সুন্দর উজল !

জ্যোতিষ কহিছে, তুমি সুচতুর,
মুক্তি তুমি, ঘোষে জ্ঞান-তৃষাতুর,
সতী-প্রেমে জানি তুমি সুমধুর,
বিভীষিকা কহে, পাপী অসরল !

অনুতাপী কহে, তুমি ন্যায়বান্,
ভক্ত কহে, তুমি আনন্দ-বিধান,
সুখে শিশু করি' মাতৃস্তন্যপান,
প্রকাশে তোমারি করুণা অতল!

কুশ-লবের রামায়ণ-গান।

মধুর উপদেশ শুনিয়া মুনি-মুখে,
গাহিয়া রামায়ণ দুজনে ভ্রমে সুখে।
মোহিনী বীণা যোগে শ্রবণ-প্রীতিকর,
ললিত গীত শুনি মোহিত নারী-নর।
সকলে কহে, "কভু শুনিনে স্বর হেন,
বালক দুটি চাঁদ, বরষে সুধা যেন!"
আসিয়া নিজে রাম শুনিয়া সেই গীত,
দেখিয়া তাহাদের হইলা বিমোহিত।
কি যেন নব ভাব পশিল হৃদি গিয়া,
পরাণে স্নেহ-রস উঠিল উছলিয়া।
রচিল মহাসভা শুনিতে সেই গান,
পুলকে সকলের উঠিল নেচে প্রাণ।
এ হেন সভাতলে প্রবেশি' কুশ-লব,
মোহিনী বীণা-যোগে তুলিল সুধা-রব।
সে আদি মহাকবি-বদন বিগলিত,
গায়িল রাম-সীতা-প্রণয় সুললিত।

সে গীত-সুধা পান করিয়া প্রীতিভরে,
ভুলিল শোক দুখ সকলে ক্ষণ তরে।
শুনি সে গীত, শুধু রামের আঁখি দিয়া,
নীরবে দুটি ধারা পড়িল গড়াইয়া!

কাঙ্গালিনী।

আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙ্গালিনী মেয়ে।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী,
কাণে তাই পশিতেছে আসি',
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন;
চারিদিকে প্রভাতের আলো,
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক-তপন!
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—

কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপর পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন !
হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙ্গালিনী মেয়ে।

শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মা'র মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে !
তাই বুঝি আঁখি ছল ছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা।
চেয়ে যেন মা'র মুখপানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে,—"মা গো, এ কেমন ধারা ?
এত বাঁশী এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন-ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন !"

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি
ভাই বোন্ করি' গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই ;

বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে.
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে
"আমি ত ওদের কেহ নই!
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরা'য়ে ত দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়ে ত দেয়নি নয়ন।"

আপনার ভাই নাই বলে'
ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ!
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কিরে করিবে না স্নেহ!
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙ্গালিনী মেয়ে!

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব?
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লান মুখ বিষাদে·বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস!

কামনা।

আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই,
অন্যে সুখী ক'রে সুখী হ'তে চাই ;
নিজে ত কাঁদিব, কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি, এই ভিক্ষা চাই।
সত্য।—ধন মান, চাহে না এ প্রাণ,
যদি কাজে আসি, তবে বেঁচে যাই ;
বহুকষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর,
এই আশীর্ব্বাদ, কর হে ঈশ্বর !
খাটিতে বাঁচিব, খাটিয়া মরিব,
এই বড় আশা, পূর্ণ কর তাই।

কুরুক্ষেত্র।

কুরুক্ষেত্র যেন আজি শোকের সাগর।
শবচক্র মহাবেলা ; প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
ব্যাপিয়া পাণ্ডবসৈন্য, উর্ম্মির মতন
উদ্বেলিত মহাশোকে, কাঁদে অধোমুখে—
গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তূণ।
রথী মহারথিগণ বসিয়া ভূতলে
কাঁদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন
সিক্ত রত্নরাজি পড়ি' রত্নাকরতলে।

বাণবিদ্ধ মীনমত পাণ্ডব সকল
করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে।
মূর্চ্ছিত বিরাটপতি ; স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ।
কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু, শরের শয্যায়,—
সিদ্ধকাম মহাশিশু ! ক্ষত্রকলেবর
রক্তজবা সমাবৃত ; সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত
—সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র-উজ্জ্বল,—
নিদ্রা যাইতেছে সুখে। বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিতা ; মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,
সহকার সহ ছিন্না ব্রততীর মত।
কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহাশোকক্ষেত্রে ; কেবল অচল
সেই মহা শোকক্ষেত্রে একটি হৃদয় ;—
সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার।
চাপি' মৃতপুত্রমুখ মায়ের হৃদয়ে
দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি' আকাশের পানে,—
আদর্শ বীরত্ব-বক্ষে প্রীতির প্রতিমা !
নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অধর
গাইতেছে কৃষ্ণনাম। মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন
পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া।
উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ,—"অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন !

আমরা বীরের জাতি, বীরধর্ম্ম রণ।
অযোগ্য এ শোক্ তব। এই বীরক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
একবিন্দু শোক-অশ্রু। বীরর্ষভ তুমি,
বীরশোক অশ্রু নহে, অসির ঝঙ্কার।”

অভাগার অদৃষ্ট।

সুখের লাগিয়া　　　এ ঘর বাঁধিনু,
　　অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে　　　সিনান করিতে
　　সকলি গরল ভেল।
　হায়! কি মোর কপালে লেখি!
শীতল বলিয়া　　　ও চাঁদ সেবিনু,
　　ভানুর কিরণ পেখি!
উচল বলিয়া　　　অচলে চড়িনু,
　　পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে　　　দারিদ্র্য বেড়ল,
　　মাণিক হারানু হেলে।
নগর বসানু　　　সাগর বাঁধিনু
　　মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকা'ল,　　　মাণিক লুকা'ল,
　　অভাগা-কপাল-দোষে।

কি আনন্দ।

কি আনন্দ আজ ভারত ভুবনে—
ভারত-জননী জাগিল ;
আহা কি মধুর নবীন সুহাসি,
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি'
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি
ঊষার কপোলে জ্বলিল !
মরি কি সুষমা ফুটেছে বদনে,
কিবা জ্যোতি জ্বলে উজল নয়নে,
কি আনন্দে দিক্ পূরিল—
ভারত-জননী জাগিল।
পূরব বাঙ্গালা, মগধ বিহার,
দেরাইসমাইল, হিমাদ্রির ধার,
করাচী, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল
প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি' কর,
খুলে দেছে হৃদি হৃদি পরস্পর,
এক প্রাণ সবে, এক কণ্ঠস্বর
মুখে জয়ধ্বনি ধরিল।
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে,
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে—
ভারত-জগত মাতিল।

আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুটেছে বদনে,
মায়েরে বসা'য়ে হৃদি সিংহাসনে,
চরণ যুগল ধরি' জনে জনে
একতার হার পরিল।
গাও রে যমুনে ভাসা'য়ে পুলিনে,
গাও ভাগীরথী ডাকি ঘনে ঘনে,
সিন্ধু, গোদাবরী, গোমতীর সনে,
ভুবন জাগায়ে গাও রে
যোগনিদ্রা শেষ আজি ভারতের--
ভারত-জননী জাগে রে
ধন্য রে 'বৃটন', ধন্য শিক্ষা তোর,
যুগ-যুগান্তের অমানিশি ঘোর
তোরি গুণে আজ হ'ল উন্মোচন ;
তোরি গুণে আজ ভারত-ভুবন
এ সখ্য-বন্ধনে বাঁধিল।
ভারতের চির ঘোর অমানিশি
আশার কিরণে ডুবিল—
ভারত-জননী জাগিল !

দশরথের প্রতি কেকয়ী

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য-মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে।

কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল-কুসুম-ফল-পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী,
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারীব্রজ
মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়িকা ?
কেন এত বীণাধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি
কৃপা করি' কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধনজাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘটারোলে ?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জনস্রোত কেন বা বহিছে
এ নগর অভিমুখে ? রঘু-কুলবধূ
বিবিধভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা প্রভু
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘুকুলরথী ?

জন্মিল কি পুত্র আর? কাহার বিবাহ
দিবে আজি? আইবুড় আছে কি গৃহে
দুহিতা, কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে!
হা ধিক্! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি।
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,— অসত্যবাদী রঘুকুলপতি,
নির্লজ্জ। প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে!
ধর্ম্ম শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে!
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট' তুমি আসি'
নররাজ; কিংবা দিয়া চূণ-কালি গালে
খেদাও গহন বনে; যথার্থ যদ্যপি
অপরাধ, তবে কহ, কেমনে দেখাবে
ও মুখ রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।
ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে,
দেব নর—জিতেন্দ্রিয়, নিত্যসত্যপ্রিয়!
তবে কেন কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজপদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে? কোথা পুত্র তব
ভরত,— ভারতরত্ন, রঘু-চূড়ামণি?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী?
তিন রাণী তব রাজা, এ তিনের মাঝে,

কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে? পুত্র তব চারি নরমণি;
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন গুণে?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইল মন তব? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি’ রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর,
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি?
কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে?
যাহা ইচ্ছা কর দেব. কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে? বিতংসে কে বা বাঁধে কেশরীরে?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ পুরী
ভিখারিণী বেশে দাসী! দেশ-দেশান্তরে
ফিরিব; যেখানে যাব, কহিব সেখানে,—
“পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি।”
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে।
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে,—
“পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি।”
ক্ষোদিব এ কথা আমি তুঙ্গশৃঙ্গদেহে।
রচি’ গাথা শিখাইব পল্লীবালদলে.
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
“পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি।”

থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল ; দিয়া আশা মোরে
নিরাশ করিলে আজি। দেখিব নয়নে
তব আশাবৃক্ষে ফলে কি ফল নৃমণি !
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি ; বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
যুবরাজ পুত্র রাম ; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ—এ সবারে লয়ে
কর ঘর নরবর, যাই চলি আমি।
মাতাপিতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন, প্রবেশিতে তব পাপ পুরে।

উমার আব্দার।

গিরিবর ! আর আমি পারি নে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা, ধরে' দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলায় আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ?

আদর্শ কবিতা।

আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।
উঠে বসে' গিরিবর, করি' বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে ক'রে,
আনন্দে কহিছে হাসি, ধর মা! এই লও শশী—
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।

বীর বালক।

একতায় হিন্দুরাজগণ
সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন।
সে ভাব থাকিত যদি, পার হ'য়ে সিন্ধুনদী
আসিত কি বিজাতী কখন?

এখানেতে দিল্লীর সম্রাট,
সঙ্গে অগণিত সৈন্য-ঠাট।
যেন পঙ্গপাল-দল, ছাইল সকল স্থল,
কি বা মাঠ, কি বা ঘাট-বাট।

রাজপুত সেনানী হাজার,
পদাতিক চারিগুণ তার,
শত্রুসংখ্যা অগণন, তাহাতে সম্মুখ রণ,
কতক্ষণ রক্ষিবেক আর ?

অরুণ-উদয়ে তারাগণ
একে একে অদৃশ যেমন.
সেরূপ ক্ষত্রিয়গণে, যুদ্ধ করি' প্রাণপণে,
ক্রমে ক্রমে হইল পতন।

বিক্রমেতে এক এক বীর,
কত শত কাটি' শত্রু-শির,
শরাঘাতে জর-জর ; শক্তিশূন্য কলেবর,
পরিশেষে পাতিত-শরীর।

চিতোরের সেনানী প্রধান.
গোরা নামে খ্যাত মতিমান্
বিনাশি' সহস্র অরি, খর-শর-শয্যা 'পরি
ভীষ্ম প্রায় ত্যজিলেন প্রাণ !

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গুণধর,
দ্বাদশবর্ষীয় বীরবর,
বাদল তাহার নাম, বীরত্ব-ধীরত্ব-ধাম,
যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর।

যথা তথা চপলার প্রায়,
অতিবেগে মহারথী ধায়,
যেন ভয়ঙ্কর ঝড়ে অসংখ্য পাদপ পড়ে,
ম্লেচ্ছদল পতিত ধরায় !

সঙ্গে মাত্র নাহি সহচর,
সমর করিছে একেশ্বর।
নাহি স্থান নিরূপণ, বর্ষে ভীম প্রহরণ,
যথা দেখে যবননিকর।

হেরি দিল্লীপতি ক্রোধে জ্বলে,
উপনীত হয় রণস্থলে ;
মুখে শব্দ মার-মার,— বাদলের চারিধার
ঘেরিল অগণ্য শত্রুদলে।

বাদলের বারিধারা প্রায়,
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়,
বর্ম্মে, চর্ম্মে ঠেকে বাণ, হ'য়ে শত খান খান,
অবিরত পড়িছে ধরায়।

হেনকালে নিশা-আগমন,
অস্তাচলে চলিল তপন,
তিমিরে পূরিল বিশ্ব, কিছুই না হয় দৃশ্য,
অস্থির হইল বীরগণ।

একে শরাঘাতে হত-বল,
তাহে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিকল;
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ঝরে, ললাটেতে স্বেদ ক্ষরে,
কাতর হইল সৈন্যদল!

বীরশিশু সাহসে যুঝিয়া,
উপযুক্ত সময় বুঝিয়া
প্রাণ-আশা পরিহরি', একদিক লক্ষ্য করি'
আক্রমণ করিল গর্জ্জিয়া।

ব্যূহ ভেদ করি' শিশু ধায়,
তিমিরে অলক্ষ্য তা'র কায়,
অতিশয় ক্লান্ত দেহে, যেমন প্রবেশে গেহে,
মূর্চ্ছাগত অমনি ধরায়।

হেরি' পুরবাসিনী সকলে
হায়! হায়! কি হইল! বলে;
বাদলের মাতা আসি', নয়নের জলে ভাসি',
ধূলায় লুটায় সেই স্থলে।

কতক্ষণ গত এ প্রকারে,
মোহ ত্যাগ করায় তাহারে;
প্রকাশি' নয়নাম্বুজ প্রসারে সে দুই ভুজ,
জননীর কোলে যাইবারে।

অন্নদার বরদান।

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা ভাগীরথী-তীরে,
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী,
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি'।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী,
একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি।
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার,
ভয় করি, কি জানি কে দিবে ফের-ফার
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী,
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি,
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম,
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন।
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে,
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।

অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই,
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই।
পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল,
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।
শীঘ্র আসি' নায়ে চড়, দিবা কি বা বল,
দেবী ক'ন, দিব আগে পারে ল'য়ে চল।
বসিয়া নায়ের বাড়ে নামাইলা পদ,
কি বা শোভা, নদীতে ফুটিল কোকনদ!
পাটনী বলিছে মা গো, বৈস ভাল হয়ে,
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে ল'য়ে!
ভবানী কহেন, তোর নায়ে ভরা জল,
আল্‌তা ধুইবে, পদ কোথা থোব বল।
পাটনী বলিছে মা গো, শুন নিবেদন,
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ।
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে,
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে;
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে,
সেঁউতি হইল সোণা, দেখিতে দেখিতে!
সোণার সেঁউতি দেখি' পাটনীর ভয়,
এ মেয়ে ত মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।
তীরে উত্তরিল তরি, তারা উত্তরিলা,
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা।
সেঁউতি লইয়া হাতে, চলিল পাটনী,
পিছে দেখি', তারে দেবী ফিরিলা আপনি।

সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল,
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ।
হের দেখ, সেঁউতিতে থুয়েছিলে পদ,
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ ।
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়,
দয়ায় দিয়াছ দেখা, দেহ পরিচয় ।
তপ-জপ নাহি জানি, ধ্যান জ্ঞান আর,
তবে যে দিয়াছ দেখা, দয়া সে তোমার ।
ছাড়াইতে নারি' দেবী কহিলা হাসিয়া,
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া !
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে,
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে ।
ভবানন্দ মজুন্দার-নিবাসে রহিব,
বর মাগ' মনোনীত যাহা চাহ দিব ।
প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে,
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ।
'তথাস্তু' বলিয়া দেবী দিলা বরদান,
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ।
বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়া ঘাটে যায়,
পুনর্ব্বার ফিরে চাহে, দেখিতে না পায় ।

মায়া।

বিশ্বরূপ নাট্যশালা, দৃশ্য মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো সূর্য্য, শশধর॥
স্বভাব স্বভাবে লয়ে সম্পাদন ভার।
করিছে সকল সূত্র হ'য়ে সূত্রধার॥
জলধর বাদ্যকর বাদ্য করে কত।
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত॥
ছয় কালে ছয় কাল হয় ছয় রূপ।
রঙ্গভূমে রঙ্গ করে ভাঁড়ের স্বরূপ॥
অধিকারী একমাত্র, অখিল-পালক।
আমরা সকলে তাঁ'র যাত্রার বালক॥
প্রকৃতি প্রদত্ত সার শরীরেতে ল'য়ে।
বহুরূপ সঙ্ সাজি' বহুরূপী হ'য়ে॥
শিশুকালে একরূপ সহজে সরল।
অখল অপূর্ব্ব ভাব, অবল অচল॥
সুকোমল কলেবর, অতি সুললিত।
নব নবনীত সম, লাবণ্য গলিত॥
ফণী, জল, অনলেতে, কিছু নাহি ভয়।
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময়॥
আইলে যৌবনকাল, আর এক রূপ।
যুবক সূর্য্যের সম, দীপ্ত হয় রূপ॥
দিন দিন বৃদ্ধি হয় শারীরিক বল।
নানারূপ চিন্তা হেতু, মানস চঞ্চল॥

ইন্দ্রিয়ের সুখহেতু, কত প্রকরণ।
বহুবিধ অনুষ্ঠান অর্থের কারণ॥
পরিশেষে বৃদ্ধকাল, কালের অধীন।
কৃষ্ণপক্ষে শশী প্রায়, দিন দিন ক্ষীণ॥
আছে চক্ষু, কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ, কিন্তু তাহে শব্দ নাহি ধায়॥
আছে কর, কিন্তু তাহা না হয় বিস্তার।
আছে পদ, কিন্তু নাই গতি-শক্তি তার॥
পলিত কুন্তল-জাল, গলিত দশন।
ললিত গাত্রের মাংস, স্খলিত বচন॥
ছিল আগে এই দেহ, সবল সচল।
এখন ধবল গিরি, স্বভাবে অচল॥
ওহে জীব, ভাল তুমি রঙ্ করিয়াছ।
তিনকালে তিনরূপ, সঙ্ সাজিয়াছ॥
কেবল কুহকে ভুলে, কৌতুক দেখাও।
আপনি কৌতুক কিছু, দেখিতে না পাও
ভাল ক'রে যাত্রা কর, বুঝে অভিপ্রায়।
কর তাই, অধিকারী তুষ্ট হন যা'য়॥
যাত্রা ক'রে তুমি যাবে, আমি যাব চলে।
এ যাত্রার শেষ হবে মহাযাত্রা হ'লে॥

কেন এ সন্দেহ ?

ওই না কি দেখা যায়, কোটি কোটি সৃষ্টি হায়,
সুনীল গগনে ক্ষুদ্র তারকা সাজানো ?
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ— পূর্ণ কি ওদেরি বক্ষঃ ?
কে জানে রহস্য আরো কি আছে লুকানো।

মহা মহীধর মুখে আছে চন্দ্রমার বুকে ?
ছি ছি ছি সোণার চাঁদে তাও কি সম্ভব !
চন্দ্রালোকে নাই আলো, সকলি বন্ধুর, কালো
এও কি কখন মন করে অনুভব ?

সমীরের স্তরে স্তরে, প্রাণিগণ বাস করে,
শূন্য মহাশূন্য না কি জীবের আবাস ?
রবি, শশী থাকে স্থির, যাতায়াত পৃথিবীর,
আমরা যা' চোখে দেখি, সব অবিশ্বাস !

ভেদিয়া ভূধর-কায়, নির্ঝর বহিয়া যায়
নিরেট পাথর-মাঝে জল কোথা রহে ?
উত্তাপে সলিল ছোটে মেঘ হ'য়ে শূন্যে ওঠে,
সে আবার বরষায় ধরাতলে বহে।

মানব দু'দিন তরে এ জগতে বাস করে,
তবু তার 'আমি' 'আমি', তবু হিংসা রাগ !
বিবশ মোহের ভরে, তবু হায় ! মনে করে
"সকলে ঘুমায়ে আছে আমিই সজাগ।"

আজি যথা মরু-মাঠ, কালি তথা রাজ্য-পাট,
বিকালের অশ্রুগুলি প্রভাতের হাসি ;
আজি যা অমৃত বলি, কালি তা'র বিষে জ্বলি,
সেই যে সংসারী ছিল, আজিকে সন্ন্যাসী !

পথে পড়া মেয়ে আহা ! কালে রাণী নুরজাঁহা,
দীন কাঙ্গালের মেয়ে ভারত-ঈশ্বরী !
মহামূর্খ কালিদাস ; তা'রি নাম সুপ্রকাশ—
"ভারতীর বরপুত্র" ত্রিভুবন ভরি' !

সকলি সম্ভব হেন, তবে রে সন্দেহ কেন,
অনন্ত-শকতি-ময় অনাদি-কারণে ?
তাঁ'র লাগি কত উক্তি, কত তর্ক, কত যুক্তি,
কত অবিশ্বাস আসে মানবের মনে।

মোরা জ্ঞান পরিহরি' আপনার দুঃখ গড়ি',
জ্ঞানময়ে খুঁজে মরি এক বিন্দু জ্ঞানে !
ইঙ্গিতে ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'র, আমি অণু কোথাকার !
শিখিব তাহার তত্ত্ব মত্ত অভিমানে ?

সূর্য্য।

দেব দিবাকর, অন্ধকার হর,
সৌন্দর্য্যের উৎস, তেজের আকর,
কেন না তোমারে নানা দেশে নর
সেবিবে অচল ভকতি ভাবে ?

তুমি দেখা দিলে উদয় অচলে,
রূপের ছটায় ভুবন উজলে,
সঙ্গীত-তরঙ্গ চৌদিকে উথলে,
ধরাতল সাজে মোহন ভাবে!

তোমার আদেশে জলধরদল,
বিজলীর মালা গলে ঝলমল,
ছাইয়া নিমেষে গগনমণ্ডল,
বরষে হরষে সলিল-রাশি।

বিষম নিদাঘ-তাপ নিবারিতে,
কাতর কৃষকে প্রাণদান দিতে,
শুষ্ক বসুমতী সুফলা করিতে,
পুলকে পূরিতে ধরণীবাসী।

তোমার প্রভাবে হিমানীভবনে
জনমে তটিনী। তোমার পালনে
লভি' পীন তনু যবে শুভক্ষণে
নামি' ধরাতলে প্রকাশ পায়:

সুখে বসুন্ধরা হয় ফলবতী,
প্রফুল্ল দুকূলে তরু কি ব্রততী,
জীবন পাইয়া সব হৃষ্টমতি,
'ভোগের ভাণ্ডার উথলি' যায়।

তোমারি আলোকমালায় ভূষিত,
তোমারি শোভায় সুন্দর সজ্জিত,
তোমারি বলেতে গগনে ধাবিত,
গ্রহ ধূমকেতু শশাঙ্কচয় ;

যেরূপে ভ্রমিতে বলিয়াছ যারে,
ভ্রমিছে নিয়ত সেই সে প্রকারে.
নিরূপিত পথ ত্যজিতে না পারে,
শৃঙ্খলে গ্রথিত যেন রে রয় !

এই ধরাধামে তেজোরূপ ধরি'
ওহে বিশ্ববীজ গগন বিচরি'
করিতেছ কায দিবস-শর্ব্বরী,
প্রকাশি' বিবিধপ্রকার বল ;

জীব কি উদ্ভিদ্ তব অবতার,
যন্ত্রের শকতি তোমার বিকার.
তব ক্রিয়াস্থল সকল আধার,
তুমি অবনীর এক সম্বল।

তুমি মেঘ রূপে বরষিছ জল,
তুমি কৃষিরূপে ধরিতেছ হল,
গোমূর্ত্তিতে তুমি টানিছ লাঙ্গল,
তুমি শস্যরূপে পুনঃ উদিত :

তুমি নর হ'য়ে গড়িতেছ কল,
তাহে চালাইতে লাগে যে যে বল,
বিজ্ঞানেতে বলে, তুমি সে সকল
তোমার মহিমা অপরিমিত।

প্রথমে যেমন করিলে সৃজন,
কালে কালে সবে করি' আকর্ষণ,
পুনবায় না কি কবিবে গ্রহণ,
জগত হইবে তোমাতে লয়

আদিকালে তুমি আছিলে যেমন
পরিশেষে তুমি রহিবে তেমন,
একা, অদ্বিতীয়, অখিল কারণ,
পুনঃ নবসৃষ্টি শকতিময়!

মধ্যাহ্ন।

নিস্তব্ধ নিঝুম দিক্
শ্রান্তি ভরে অনিমিখ,
বসন্তের দ্বিপ্রহর বেলা;
রবির অনল কর
শীতলিতে কলেবর
সরোবরে করিতেছে খেলা

বায়ু বহে শন শন,
বিকম্পিত উপবন,
ঘুঘু ডাকে সকরুণ ডাক .
মাঝে মাঝে থেকে থেকে.
কোথা হ'তে উঠে ডেকে
কঠোর গম্ভীর স্বরে কাক।
নীল নীলিমার গায়
শাদা মেঘ ভেসে যায়,
চিল উড়ে পাতার সমান .
চাতক সে ক্ষুদ্র পাখী
সকরুণ কণ্ঠে ডাকি'
মেঘে চায় ডুবাইতে প্রাণ।
মুকুলিত আম্রশাখে,
পল্লবিত তরু-থাকে,
কুহু কুহু কোকিল কুহরে .
হিল্লোলিত সরোকায়া,
ঘুমায় গাছের ছায়া,
গাভী নামি' জলপান করে।
এলোচুলে মেয়েগুলি
কলস কোমরে তুলি',
স্নান করি গৃহে ফিরে যায়।
একটি রাখাল ছেলে,
দূর মাঠে গরু ফেলে
কুঞ্জবনে বাঁশরী বাজায়!

কর্ণ।

কুন্তীর নন্দন কর্ণ, সূতের পালিত,
'দাতাকর্ণ' নামে যিনি ভুবনে বিদিত,
অস্ত্রবিদ্যা শিখিবারে, বালক যখন,
পরশুরামের পদে নিলেন শরণ।
গুরুভক্তি, সমাধি, সংযম, দৃঢ় পণ,
হেরি' তাঁর, তুষ্ট অতি ভৃগুর নন্দন;
শিখান বিবিধ বিদ্যা করিয়া যতন,
শিখেন সে সব কর্ণ করি' প্রাণ পণ।
একদিন উপবাসে কৃশ মুনিবর,
নিদ্রার আবেশে বড় হ'লেন কাতর।
অবশেষে কর্ণ-কোলে রাখি' নিজ শির,
অকাতরে নিদ্রা যাইলেন ভৃগুবীর।
হেনকালে কীট এক ঘোর রুক্ষকায়,
তীক্ষ্ণদন্ত, রক্তপায়ী আসিল তথায়।
কর্ণের ঊরুতে কীট উঠিল সত্বর,
অস্থি-চর্ম্ম ভেদ করি' পশিল ভিতর।
বজ্রদন্তে বজ্র-কীট কাটে তাঁর ঊরু,
ঊরুর অপর প্রান্তে নিদ্রা যান গুরু।
পাছে তাঁর নিদ্রা ভাঙ্গে কীট নিবারিতে,
ভাবি' কর্ণ না পারেন নড়িতে চড়িতে।
অস্থিভেদী ঘোর বজ্র-কীটের দংশন
সহিলেন শিশু কর্ণ অম্লানবদন।

শোণিত লাগিলে গায়ে জাগিয়া অমনি,
পরম বিস্ময়ে তবে কহিলেন মুনি,
"এ কি ভয়ানক কাজ না জানি তোমার!
কোথা হ'তে বহে ঘন রুধিরের ধার?
কহ কহ শীঘ্র করি', এ কি বিপরীত!
কেমনে আইল হেথা এতেক শোণিত?"
বিনয়-বচনে কর্ণ বলেন তখন,
যেই রূপে কীট ঊরু করে বিদারণ।
"প্রভুর বিশ্রামভঙ্গে বড় ভয় করি,
কীটে না নিবারি' তাই, না নড়িতে পারি।
গুরুদেব! তব শির কোলেতে ধরিয়া,
অটল অচল ভাবে রয়েছি বসিয়া।"
বালক শিষ্যের সেই সহিষ্ণুতা শুনি',
চমকিত হইলেন জামদগ্ন্য মুনি।
ঘন ঘন মুখে তার চুম্বন করিয়া,
কহিলেন মুনি, কর্ণে কোলেতে লইয়া,
"ধন্য ধন্য! হেন ধৈর্য্য না দেখি না শুনি;
যে বর মাগিবে বৎস! দিব তা, এখনি।
ভুবনবিজয়ী হ'বে বীরচূড়ামণি,
তোমার সুপুণ্যে ধন্য হইবে ধরণী।
বিস্ময় মানিবে বিশ্ব শুনি' তব দান;
'দাতাকর্ণ' নামে তব ঘোষিবে সম্মান।
তোমার সমান ধৈর্য্য, সমাধি যাহার,
দুর্লভ বিভব সব সুলভ তাহার।"

গুরুপদে শতবার হ'য়ে নত শির,
"গুরুবাক্য শিরোধার্য্য" বলে কর্ণ বীর

পুণ্যস্থান।

যেই দেশে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান
ছিল এ একদা দেব লীলাভূমি—
করো না—করো না, তার অপমান!

আজিও বহিছে গঙ্গা, গোদাবরী,
যমুনা, নর্ম্মদা, সিন্ধু বেগবান্;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি—
করো না—করো না, তার অপমান!

নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হলদীঘাট আজো বর্ত্তমান;
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা হস্তিনা?—
করো না—করো না, তার অপমান!

এ অমরাবতী, প্রতিপদে যায়
দলিছ চরণে, ভারত-সন্তান;
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত—
করো না—করো না, তার অপমান!

আজো বুদ্ধ-আত্মা প্রতাপের ছায়া
ভ্রমিছে হেথায়—হও সাবধান!
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়—
"করো না—করো না, তার অপমান!"

নববর্ষের গান।

হে ভারত, আজি তোমারি সভায়
শুন এ কবির গান!
তোমার চরণে নবীন হরষে
এনেছি পূজার দান!
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ!
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান!

কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিক জুটে!
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।

সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চির দারিদ্র্য করিব মোচন
　　　　চরণের ধূলা লুটে।
সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ
　　　　লইব পর্ণপুটে!

রাজা তুমি নহ, হে মহা তাপস,
　　　　তুমিই প্রাণের প্রিয়!
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
　　　　তোমারি উত্তরীয়!
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন,
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন
　　　　তাই আমাদের দিয়ো!
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
　　　　তোমার উত্তরীয়!

দাও আমাদের অভয় মন্ত্র,
　　　　অশোক মন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র
　　　　দাও গো জীবন নব!
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,

মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া ল'ব !
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব

দধীচির তনুত্যাগ।

নগেন্দ্র-অঞ্চলে, যেথা নগেন্দ্র-সম্ভবা
তটিনী অলকনন্দা কলকল স্বরে
বহিছে, অটবী অঙ্গ ধীরে প্রক্ষালিয়া,
দিনমণি অস্তগতে উরিলা সুরেশ
ছাড়িয়া অম্বর পথ। উঠি' তপোধন
সশিষ্য সম্ভ্রমে, মুখে অতিথি সম্ভাষি'
যোগাইলা মৃগচর্ম্ম- পবিত্র আসন।
জিজ্ঞাসিলা সুশীতল সুধীর বচনে,—
"আশ্রমে কি হেতু গতি? কি বা অভিলাষ?"
কে পারে আনিতে মুখে সে নিঠুর বাণী—
কে পারে চাহিতে অন্যে প্রাণভিক্ষা তার,
না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা? কে হেন দারুণ
প্রাণী মাঝে? নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ পুরন্দর।
হেরি ঋষি, ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ; গদ-গদ-স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,—
"পুরন্দর, শচীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম,

জীবন সার্থক আজি,—সফল সাধনা !
এ জীর্ণ পঞ্জর মম পঞ্চভূতে ছার
না হ'য়ে, যাইবে দেব-উদ্ধারের পথে !"
এতেক কহিয়া ধীরে, মহাতপোধন
শুদ্ধচিত্তে পট্টবাস উত্তরীয় ধরি'
গায়ত্রী গম্ভীর-স্বরে উচ্চারি' সঘনে,
চলিলা অঙ্গন-মাঝে ; কৈলা অধিষ্ঠান
সুনিবিড়, সুশীতল, পল্লব-শোভিত
বটমূলে।—মৃগাসন আনি' যোগাইল
সাশ্রুনেত্রে শিষ্যবৃন্দ, আকুল হৃদয়,—
আনি' দিল, গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত।
জ্বালিল চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল,
সর্জ্জরস ; সুবাসিত কুসুমের স্তর
চর্চ্চিত চন্দনরসে, রাখিলা চৌদিকে ;
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ পুষ্পে সাজাইলা।
তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি, জ্যোতি সুবিমল
নির্ম্মল নয়নদ্বয়ে, গণ্ডে, ওষ্ঠাধরে !
সুললাটে ছটা নিরুপম ! বিলম্বিত
চারু শ্মশ্রু, পুণ্ডরীকমালা বক্ষঃস্থলে !
বসিলা মহর্ষি—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিল !
চাহি' শিষ্য-মুখ-পানে, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন, অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,
সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ;—"কি কারণ,

হে বৎসমণ্ডলি, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত? এ ভবমণ্ডলে
প্রাণ দিতে পরহিতে পায় কয় জন!
হিতব্রত-সাধনে হৃদয়ে ব্যথা কেন?
হায় রে, অবোধ প্রাণি, এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে, কিসে নিয়োজিবে?
কি ফল হে লভি' তবে জন্ম নরকুলে!
হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলি,
জগৎ-কল্যাণ-হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে,
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।"
এত বলি ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিয়া
আশীষিলা শিষ্যগণে; কহিলা বাসবে,—
"হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি' অন্তিমে আমার
কর শুচি এ শরীর বারেক পরশি!"
অগ্রসরি' শচীপতি সহস্রলোচন
তপোধন-শিরঃ স্পর্শি সুকর-কমলে,
কহিলা আকুলস্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ-বিষাদে মুগ্ধ—কহিলা বাসব—
"সাধু-শিরোরত্ন, ঋষি, তুমিই দধীচি!
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন!
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির মোক্ষফলপ্রদ—পর-উপকার।
মুছ অশ্রু, ঋষিবৃন্দ,—ঋষিকুল-চূড়া

দধীচি পরম পুণ্য লভিলা জগতে।
কি বর অর্পিব আর, নিষ্কাম তাপস!
না চাহিলা কোন বর, এ সুকীর্ত্তি তব
নরকুলে স্মরণীয় রবে চিরদিন!
তব বংশে জনমি' মহর্ষি দ্বৈপায়ন
করিবে জগৎখ্যাত এ আশ্রম তব—
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমি মাঝে!"
.লিয়া রোমাঞ্চ-তনু হইলা বাসব—
নিরখি' মুনীন্দ্রমুখে শোভা নিরমল।
আরম্ভিলা তারস্বরে সামবেদ-গান,
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানমগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।
মুনি-শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
মৃদু রশ্মি প্রভাকরে, নিস্তব্ধ কাকলী;
সমূহ অরণ্য ভেদি' সৌরভ-উচ্ছ্বাস,
বন, লতা, তরুব্রজ শোকে অবনত!
দেখিতে দেখিতে ঋষি-নেত্র অবিচল;
নাসিকা নিশ্বাস শূন্য; নিস্পন্দ ধমনী।
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি'
জ্যোতিঃপূর্ণ নিরুপম! ক্ষণে শূন্যে উঠি'
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরি শঙ্খ; শূন্য দেশ ব্যুড়ি'
পুষ্পসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি'!
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

বঙ্গভূমি।

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার!
তোমার শ্রীপদ-রজ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

শতশৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি—শিয়রে,
করিছেন আশীর্ব্বাদ—স্থিরনেত্রে চাহি';
শুভ্র মেঘ-জটাজাল দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষঃ বাহি'।

জ্বলিছে কিরীট তব—নিদাঘ-তপন;
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্তরশ্মি-শিখা;
জ্বলিয়া—জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন,
নদীতটে—বালুকায় স্বুবর্ণ-কণিকা।

গভীর স্নুন্দর-বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী,
বসি' স্নিগ্ধ বট-মূলে—নেত্র নিদ্রাকুল!
শিরে ধরে ফণা-ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা-দু'খানি আগ্রহে শার্দ্দূল।

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে' আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা!
নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি' পদমূলে,
তুলি' শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।

মূর্ত্তিমতী হ'য়ে সতী, এস ঘরে ঘরে,
রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা-দু'খানি!
ধান্য-শীর্ষ স্বর্ণঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে' যাই সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ-গ্লানি!

ছুটি' নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদলে,
হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুষ্ক পদ্মদল;
হরিত ধান্যের ক্ষেত্রে, পীত রৌদ্রতলে,
বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ অঞ্চল!

কুজ্ঝটি-সায়াহ্নে হেরি মৃগযথ সাথে
ছুটিছ নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা!
মদির মধুক-বনে, ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে
ল'য়ে তুমি ঋক্ষ-শিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা!

নিস্তব্ধ জয়ন্তী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার,
কণ্টকীলতায় গেছে গিরিভূমি ভরি';
গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ-ঘুৎকার,
বহিছে উত্তর-বায়ু শিহরি' শিহরি'।

হেরি—তুমি সাশ্রুনেত্রে, অবনত শিরে,
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী!
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে,
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি—অতীত কাহিনী!

অশোক-কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর ;
পিককণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুত-মন্থর,
এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে !

এস—চণ্ডিদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি !
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননি !

নিদাঘ-নিশীথ-ভ্রমণ

একদা নিদাঘ কালে নিশীথ সময়,
তাপিত করিল তনু গ্রীষ্ম নিরদয়।
হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে,
চলিলাম বাহিরেতে সমীর সেবনে।
প্রকৃতির বিচিত্রতা করি' দরশন,
ডুবিল বিমল সুখ-সিন্ধু-জলে মন।
উত্তাল-তরঙ্গময় সাগর-সমান,
কোলাহল-পূর্ণ ছিল যেই জন-স্থান -
নির্ব্বাত-তড়াগ সম হয়েছে এখন,
স্তব্ধীভূত সুগম্ভীর শান্ত-দরশন।

তরু-পরে ঝিল্লী শুধু ঝিঁ-ঝিঁ রব করে,
সুধার সু-ধারা ঢালে শ্রবণ-বিবরে।
ভুবনব্যাপিনী চারু চন্দ্রিকার ভাস,
বোধ হয় প্রকৃতির আস্যভরা হাস।
মন্দ মন্দ সুশীতল সমীর সঞ্চরে,
যেন নড়ে তালবৃন্ত প্রকৃতির করে।
টুপ্ টুপ্ পড়িছে শিশির-বিন্দুচয়,
প্রকৃতির সুখ-অশ্রু অনুভূত হয়।
চেয়ে দেখি নিরমল সুনীল আকাশে,
সমুজ্জ্বল অগণন তারকা বিকাশে।
যেন নীল চন্দ্রাতপ ঝক্-ঝক্ জ্বলে,
হীরকের কাজ তায় করা সু-কৌশলে।

অনন্তর প্রমোদ অন্তরে ধীরে ধীরে,
উপনীত হইলাম তটিনীর তীরে।
বিকসিত কামিনীকুসুম-তরুতলে,
বসিলাম চিন্তা-সখী সহ কুতূহলে।
মনোরমা সে তটিনী নয়নরঞ্জিনী,
নিরমল নীরময়ী মৃদুলগামিনী।
মন্দ মন্দ বায়ুভরে মন্দ মন্দ হেলে,
বিধুর উজ্জ্বল আভা তার হৃদে খেলে।
কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল্-কুল্,
কি ছার বংশীর ধ্বনি নহে তার তুল।
আম জাম নারিকেল গুবাক তেঁতুল,
নানাজাতি তরুদলে শোভে দুই কূল।

শশি-করে তাহাদের স্নেহময় কায়,
মরি কি আশ্চর্য্য শোভা ধরিয়াছে হায় !
কোথায় মাধবী-সহ জড়িত হইয়া,
সহকার নদী'পরে পড়িছে ঝাঁকিয়া ।
যেন নিরমল স্বচ্ছ সলিল-দর্পণে,
মুখ দেখে কান্তাকান্ত পুলকিত মনে ।
শোভিছে তাদের ছায়া সলিল-ভিতরে,
ক্ষণে স্থির, ক্ষণে দোলে সমীরণ-ভরে ।
সারি সারি তরণী দু'ধারে শোভা পায়,
দাঁড়ি মাঝি আরোহীরা সুখে নিদ্রা যায় ।
কেহ বা জাগিয়া আছে তস্করের ডরে,
কেহ বা গাহিছে গীত গুণ-গুণ স্বরে ।

এইরূপে প্রকৃতির রূপ দরশনে,
অহো ! কি বিমল সুখ উপজিল মনে ।
শিহরিল কলেবর পুলকে পূরিল,
আনন্দাশ্রু অপাঙ্গেতে উদিত হইল ।
মনে মনে কহিলাম, অয়ি সুপ্রকৃতে,
শোভনে ! বিচিত্র-চারু-ভূষণে-ভূষিতে !
মরি মরি কি বা তব মোহিনী মূরতি !
নিরখি' নয়নে হ'ল জড়প্রায় মতি ।
অপরূপ তব রূপ একরূপ নয়,
নব নব রূপ ধর সময় সময় !

মোগল-রাজলক্ষ্মী।

চপল চরণে গঙ্গা চলিতে চলিতে,
পলাশীর মাঠে এল' দেখিতে দেখিতে।
প্রকাণ্ড প্রান্তর এই সংগ্রামের স্থল,
হেরিলে হৃদয়ে হয় আতঙ্ক প্রবল।
এ মাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মূলে
কাঁদিতেছে কন্যা এক কল্লোলিনী-কূলে
আভাহীনা, আভাময়ী তবু জানা যায়,
চিকণ নীরদে ঢাকা যেন রবি-কায়!
আনিতম্ব-বিলম্বিত ছিল এক বেণী,
সঙ্কলিত ছিল তায় মণি-মুক্তা-শ্রেণী।
এবে বিষাদিনী, বেণী খুলেছে খানিক,
ছিন্ন ভিন্ন মুক্তা-পুঞ্জ পড়েছে মাণিক!
হীরক-নিন্দিয়ে জ্বলে নয়ন উজ্জ্বল,
শোভে তায় অপরূপ নিবিড় কজ্জল;
পড়িতেছে গলে' তাহা অশ্রুবারি সনে,
বিলাপ হরণ করে সুখের ভূষণে।
ওড়নার এক ভাগ আছে বাম কাঁধে,
লুণ্ঠিত অপর ভাগ ধরায় বিষাদে;
ছড়াইয়া আছে বালা চরণ-যুগল,
বিবর্ণ পায়ের বর্ণে সুবর্ণের মল;
দুই হস্ত স্থিত দুই জানুর উপর,
দশাঙ্গুলে দশাঙ্গুরী দীপ্তি মনোহর;

ভাবনায় ভাসমানা ভীতা সঙ্কুচিতা,
অশোক-বিপিনে যেন জনক-দুহিতা।
সম্ভাষিয়ে সুরধুনী রমণী-রতনে,
জিজ্ঞাসিল স্নেহভরে মধুর বচনে—
"কে বাছা সুন্দরী তুমি হেথা একাকিনী,
কেন হেন পরিতাপ, কিসে বিষাদিনী?"
গঙ্গারে বন্দিয়ে বালা সহ সমাদর,
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে করিল উত্তর—
"নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মাতা জানিলাম মনে,
চিরস্থায়ী কিছু নহে নশ্বর ভুবনে।
সসাগর-ধরাধামে রাজত্ব করিয়ে,
অনাহারে মরে ভূপ দ্বীপান্তরে গিয়ে।
বীরদম্ভ, ভীমনাদ, বিজয়-গৌরব,
সময়-সাগরে জলবিম্ব অনুভব।
কোথা গেল আধিপত্য, শাসন ভীষণ,
কোথা গেল মণিময় শিখি-সিংহাসন?
আমি মাতা, কাঙ্গালিনী অতি অভাগিনী
পাগলিনী যেন মণি বিহীনা ফণিনী।
পরিচয় দিতে মম বিদরে হৃদয়,
শিহরি' লজ্জায়, শোক নবীভূত হয়—
'মোগলের রাজকন্যা' পরিচয় সার,
এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার।
বাণী শেষ করি' বালা হ'ল অন্তর্দ্ধান,
মিশাইল সমীরণে হয় অনুমান।

সীতারাম-সংবাদ।

মৃগরাজ-বিচরিত বিজন কানন,
হইল বিশাল রাজ্য আমার এখন।
গিরিগুহা লতাকুঞ্জ, পত্রের কুটীর-পুঞ্জ,
হবে প্রিয়ে—রাজ-নিকেতন।

বনচর, নিশাচর, বিষধরগণ,
অনুচর, সহচর, আমার এখন।
তরুলতা বনস্পতি— প্রজাবর্গ স্থানে তথি,
ফলপুষ্প—কর আহরণ!

পবন—চামরধারী, মেঘ—ছত্রধর;
তদুপরি চন্দ্রাতপ – বিচিত্র অম্বর।
কুঞ্জে কুঞ্জে শিলাতল, তরুমূলে বেদিস্থল,
সিংহাসন হইবে সুন্দর!

মধুর গায়ক—ভৃঙ্গ, বিহঙ্গমগণ,
নর্ত্তক হইবে প্রিয়ে—ময়ূর খঞ্জন,
শাখামৃগগণ সবে, রাজ-বিদূষক হবে,
প্রতিধ্বনি—অনুগত জন।

তটিনী-নির্ঝরে পা'ব নির্ম্মল জীবন,
পানপাত্র—তরুপত্র, অঞ্জলি-বন্ধন।
পদ্মপত্র সুবিমল, শৈবাল-পল্লব-দল,
কুশতৃণ-শয্যায় শয়ন!

কণ্ঠভূষা হবে, প্রিয়ে,—বনপুষ্পহার,
লতাপাশে জটাবন্ধ—মুকুট মাথার।
মৃগচর্ম্ম বৃক্ষছাল, চতুর্দ্দশ বর্ষকাল,
ক্ষৌমবাস হইবে আমার!

মৃগয়া-ব্যসন বৃত্তি; ধনুমাত্র ধন;
কীর্ত্তি মধ্যে—নদ-নদী, পর্ব্বত লঙ্ঘন।
সখা—ষড়ঋতু কাল, দশদিক্ দ্বারপাল,
সভাপাল—স্বভাব-সুজন!

বিবেক হইবে মন্ত্রী, অতি বিচক্ষণ—
সুবুদ্ধি সুশীল শান্ত প্রভুপরায়ণ।
ধৈর্য্যনামে মহাবীর— বিগ্রহ বিপদে স্থির—
সেনাপতি আমার এখন!

গৃহী ও যোগী।

নয়নে আনন্দ-আলো, প্রশান্ত বদন,—
যোগীবর, কিসে হেন চিত্তবিনোদন?
অতুল করুণা-উৎস দেবতাপ্রতিম
জনক না দেখি তব; মমতা অসীম
ক্ষীর-প্রস্রবণ-সম, হৃদে বহে যাঁর
সে জননী শক্তিময়ী না দেখি তোমার;

জীবনে প্রথম বন্ধু, সমান-শোণিত,
সে সোদর নাহি তব আচরিতে হিত;
না দেখি তোমার সখা, উদার হৃদয়
বিত্তের সহায়, আর চিত্তে বিনিময়।
শরীরে চন্দন-লেপ, নয়নে অমিয়া,
হৃদয়ে ত্রিদিবানন্দ, নাহি তব প্রিয়া;
স্নেহের জমাট বাঁধা, প্রাণের সমান,
(দীপ হ'তে দীপ যথা), নাহিক সন্তান!
যোগী কহে,—কিসে চিত্তে সুখ নিরুপম?—
আত্মতত্ত্বজ্ঞান, পিতা; মাতা মোর, সত্য
সোদর আমার, ধর্ম্ম; দয়া, সখা সম;
শান্তিই রমণী মোর; ক্ষমা সে অপত্য।

সত্যকাম।

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী-তীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যা-সূর্য্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
বনান্তর হ'ত; ফিরায়ে এনেছে ডাকি'
তপোবন-গোষ্ঠ-গৃহে স্নিগ্ধ শান্ত আঁখি
শ্রান্ত হোম-ধেনুগণে; করি' সমাপন
সন্ধ্যা-স্নান, সবে মিলি' লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি', কুটীর-প্রাঙ্গণে

হোমাগ্নি আলোকে ! শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি ; নক্ষত্র-মণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে, স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মত। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হ'য়ে—মহর্ষি গৌতম
কহিলেন—"বৎসগণ ! ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
কর অবধান !" হেন কালে অর্ঘ্য বহি'
করপুট ভরি', পশিলা প্রাঙ্গণ-তলে
তরুণ বালক ; বন্দি' ফল-ফুলদলে
ঋষির চরণপদ্ম, নমি' ভক্তিভরে,
কহিলা কোকিল-কণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধ স্বরে,—
"ভগবন্ ! ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষা-তরে, কুশক্ষেত্রবাসী,
সত্যকাম মোর নাম !"

শুনি স্মিত হাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহ-শান্ত ভাষে—
"কুশল হউক সৌম্য ! গোত্র কি তোমার ?
বৎস ! শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যা-লাভে !" বালক কহিলা ধীরে,
"ভগবন্ ! গোত্র নাহি জানি ! জননীরে
শুধা'য়ে আসিব কল্য, কর অনুমতি।"
এত কহি ঋষি-পদে করিয়া প্রণতি
গেলা চলি' সত্যকাম ঘন অন্ধকার
বন-বীথি দিয়া, পদব্রজে হ'য়ে পার

ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননী-কুটীরে
করিলা প্রবেশ! ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা,
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি' জননী জবালা
পুত্র-পথ চাহি'; হেরি' তারে বক্ষে টানি'
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণ-কুশল! শুধাইলা সত্যকাম—
"কহ গো জননী, মোর পিতার কি নাম,
কি বংশে জনম? গিয়াছিনু দীক্ষা-তরে
গৌতমের কাছে;—গুরু কহিলেন মোরে,
'বৎস! শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যা লাভে।'—মাতঃ! কি গোত্র আমার?"
শুনি কথা, মৃদুকণ্ঠে অবনত মুখে
কহিলা জননী,—"যৌবনে দারিদ্র্য-দুঃখে
বহু-পরিচর্য্যা করি' পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে.
গোত্র তব নাহি জানি তাত!"

পরদিন
তপোবন-তরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত! যত তাপস বালক,
শিশির-সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,—
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্র সিক্ত জটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্ত্তি সমুজ্জ্বল কায়ে,

বসেছে বেষ্টন করি' বৃদ্ধ বটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে ! বিহঙ্গ-কাকলী-গান
মধুপ-গুঞ্জন-গীতি, জল-কলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে, গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর,
শান্ত সাম-গীতি ! হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি' ঋষি-পদে করিলা প্রণাম.--
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে ।
আচার্য্য আশীষ করি' শুধাইলা তবে,
"কি গোত্র তোমার, সৌম্য ! প্রিয় দরশন ?'
তুলি' শির কহিলা বালক,—"ভগবন্ !
নাহি জানি কি গোত্র আমার ! পুছিলাম
জননীরে,—কহিলেন তিনি,—'সত্যকাম,
বহু-পরিচর্য্যা করি, পেয়েছিনু তোরে ;
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,—
গোত্র তব নাহি জানি' ।"

শুনি' সে বারতা

ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,—
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মত—সবে বিস্ময়-বিকল ;
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্য্যের হেরি' অহংকার !

উঠিল গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন,
বাহু মেলি'—বালকেরে করি আলিঙ্গন

কহিলেন—"অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত !
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্য কুল-জাত।"

মানস-রাজ্য।

কি বিশাল, কি বিচিত্র বসুমতী এই !
কোথা সুগভীর সিন্ধু, কোথা তুঙ্গ গিরি,
কোথা স্নিগ্ধ শ্যাম-ক্ষেত্র, কোথা রুক্ষ মরু।
সচল পর্ব্বত তিমি সন্তরে কোথাও,
অণু-ক্ষুদ্র কীট কোথা উড়ে শূন্যপথে।
নিরখিয়া এ বৈচিত্র্য কে আছে এমন
চিত্ত যার মুগ্ধ, স্তব্ধ না হয় বিস্ময়ে ?
কিন্তু মানবের ক্ষুদ্র দেহের মাঝারে
বিরাজে যে মনোরাজ্য, অন্বেষিলে তাহা
যে বৈচিত্র্য নেত্রপথে হইবে পতিত,
না আছে তুলনা তার ধরণীর মাঝে !
এস, হে পাঠক ! তবে মিলি' দুই জনে
প্রবেশি' মানস-রাজ্যে, দেখি অন্বেষিয়া
কি অপূর্ব্ব লীলা সেথা ব্যক্ত বিধাতার।
অদ্ভুত মানস-রাজ্য, সুদূর বিস্তৃত,
দেবতার ক্রীড়াভূমি, পিশাচ-নিবাস,
মনোমদ, প্রীতিপূর্ণ। শোভে তার মাঝে
পুষ্পিত কুসুম-কুঞ্জ চারু, বনস্থলী।

মৃদু-কলরব সেথা কত নির্ঝরিণী
তরলিত প্রেমরূপে ঝরে নিরন্তর।
বায়ুভরে দোলে লতা, বহে গন্ধবহ,
গায় কলকণ্ঠ-পাখী, খেলে মৃগশিশু।
আবার কোথাও রাজে নিবিড় কান্তার,
গভীর তমসাচ্ছন্ন! নাহি বহে বায়ু,
না পশে তপন-কর; কণ্টকী-লতায়
নিরুদ্ধ প্রবেশ-পথ; গরজে মাঝারে
ভীষণ শার্দ্দূল, সিংহ, মহিষ, গণ্ডার:
শ্বসে ভীম অজগর! কোথা দীর্ঘ মরু,
তরুশূন্য, জলশূন্য, বহে উষ্ণ বায়ু;
উত্তপ্ত বালুকা উড়ি' নাসা করে রোধ।
কোথা দিব্য সরোবর, শোভে শতদলে,
ঢল ঢল নীল জলে উথলে হিল্লোল,
মৃদু সমীরণ-ভরে। খেলা করে কূলে
ভক্তি, শ্রদ্ধা, মৈত্রী আদি দেববালা যত।
আবার কোথাও হিংসা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা
বিহরে পিশাচীগণ। কোথা স্নেহময়ী
জননী-রূপিণী দয়া তুলি' বক্ষ'পরে
হিমক্লিষ্ট বিষধরে, আহত শার্দ্দূলে
করিছেন স্তনদান; কোথাও আবার
নৃশংসতা ব্যাঘ্রীরূপা প্রসবি' সন্তানে
করিছে চর্ব্বণ, ঝরে রক্তধারা মুখে।
বিশাল অনলকুণ্ড জ্বালি' কোন স্থলে

দাঁড়ায়ে প্রতিজ্ঞাদেবী, তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে
বিদারিত করি' বক্ষ, শোণিতের ধারা
ঢালিছেন মন্ত্রপূত আহুতিস্বরূপে।
কোথাও সাহস-দেব গম্ভীর মূরতি
পদতলে মহাসিন্ধু ছুটিছে গর্জ্জিয়া,
শিরোদেশে নাদে বজ্র কড় কড় কড়—
তথাপি ভ্রূক্ষেপশূন্য, অক্ষুব্ধ, অটল।
বিশ্বাস, বলিষ্ঠবপু, দাড়ায়ে কোথাও
টানিছেন গিরি এক, নড়িছে ভূধর।
কোথাও ভীরুতা, নিত্য রোমাঞ্চিত তনু
পত্রের মর্ম্মর-রবে, বায়ুর স্বননে,
চাহিছে দক্ষিণে কভু, কখনো বা বামে।
কোথা হিংসা, কি অশান্তি ব্যক্ত যেন মুখে,
ক্রুর বিষধরী সম ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
কোথা ক্রোধ, জবাসম লোহিত লোচন,
কম্পান্বিত কলেবর, অধর দংশিয়া
লৌহের মুদ্গর লয়ে হানে নিজ শিরে।
কোথা লজ্জা, নম্রমুখী, সুকুমারী বালা,
আপন সৌন্দর্য্যে যেন আপনি বিভোর,
চলিতে চরণ বাধে, না পারে চাহিতে,
একান্তে একটি ধারে আছে দাড়াইয়া।
কোথা সরলতাদেবী, সদানন্দময়ী,
নাহি আভরণ অঙ্গে, তবু কি সুন্দর!
সুচারু কুঞ্চিত কেশ লোটে পৃষ্ঠ'পরে,

বিম্বাধরে মৃদুহাসি ; কোকিলের সনে
গাইছেন গীত কভু, চুম্বি' লতিকায়
তুলি' ফুল, পরিছেন অঙ্গে আপনার ;
বিরাজে মানস-রাজ্যে কত দৃশ্য হেন !

মহানিষ্ক্রমণ।

অতীত নিশার্দ্ধ ; মহা উৎসবের শেষে
পিতার চরণে বুদ্ধ হইয়া বিদায়
চলিলা আপন পুরে, দেখিতে দেখিতে
সেই শান্ত নীলাকাশে লেখা নিয়তির ;—
দাঁড়ায়ে অলিন্দে, দেখিলেন দেবগণ
নীলাকাশে নতকায় পূজিছে তাঁহায়
প্রীতিপুষ্পে ; মেলি' শত তারকা-নয়ন
অপেক্ষিছে প্রীতিভরে তাঁর নিষ্ক্রমণ !
পুষ্যা নক্ষত্রের সহ মিশি' সুধাকর
করিয়াছে মহাযোগ পুণ্যপ্রীতিময়
গাইছে অনন্ত বিশ্ব প্রীতির সঙ্গীত,
কহিতেছে এক কণ্ঠে—"এই তো সময় !"
সুষুপ্ত 'ছন্দক' ভৃত্যে করি' জাগরিত,
কহিলা,—"ছন্দক ! যাও, আন ত্বরা করি'
সজ্জিত করিয়া অশ্ব 'কণ্টক' আমার।
আগত সময় মম, সিদ্ধ মনোরথ !"

স্বপ্নে যেন বজ্রাঘাত হইল মস্তকে,
বিস্ময়ে ছন্দক কহে,—"কহ যুবরাজ!
কোথায় যাইবে এই নিশীথ সময়ে?"
"ছন্দক!"—সিদ্ধার্থ ধীরে কহিলা গম্ভীরে—
"আজন্ম আমার প্রাণ যেই পিপাসায়
কাতর, জুড়া'তে সেই পিপাসা আমার,
জুড়াইতে মানবের, জুড়া'তে আমার,
জরা-মরণের দুঃখ, করিতে সাধন
জগতের শিব শান্তি, করিতে পূরণ—
জীবনের স্বপ্ন, আজি ত্যজিব ভবন।"
এইবার স্বপ্নে নহে, পড়িল জাগ্রতে
ছন্দকের শিরে বজ্র, কহিল কাতরে—
"হেন নিদারুণ কথা আনিও না মুখে
যুবরাজ! এই দেহ মৃণাল-কোমল,
এ কি যোগ্য তপস্যার? শিরীষকুসুম
সহিবে কি দাবানল? কর পরিত্যাগ
এই দুরাকাঙ্ক্ষা; হায়, আশ্রিত আমরা,
কর রক্ষা আমাদেরে, দয়াবান্ তুমি!"
"ছন্দক!"—সিদ্ধার্থ খেদে করিলা উত্তর—
"কে সাধে এমন পত্নী—প্রেম-নির্ঝরিণী,
সদ্যোজাত প্রাণপুত্র, পিতা স্নেহময়,
মাতা প্রজাবতী, মাতৃপ্রেম ভাগীরথী,
পারে ত্যজিবারে? ত্যজে প্রজা পুত্রোপম?
কিন্তু পত্নী, পুত্র, পিতা, মাতা, প্রজাগণ,

অনন্ত মানব-জাতি জন্ম-জন্মান্তরে
সবে জরা-মরণের দুঃখ ঘোরতর
কেমনে সহিব বল ? নাহি অন্বেষিয়া
নরের উদ্ধার-পথ, পুড়িব স্বজন
জ্বালি' বহ্নি বিলাসের—এ ত নহে প্রেম ?
প্রেম শিব, প্রেম শান্তি, প্রেম নিরবাণ !
না,—ছন্দক ! ত্যজি গৃহ যাব তপস্যায়।"
"ছন্দক ! ছন্দক !"—যুবা কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"অসার সম্ভোগ-সুখ অনিত্য অধ্রুব :
চঞ্চল চঞ্চলা-মত, রিক্ত মুষ্টি সম
অসার, অস্থায়ী জল বুদ্‌বুদের মত ;
দুর্ভোগা স্বপনসম, দুস্পৃশ্য সফণা
সর্প-মস্তকের মত পূর্ণ মহাবিষে।
কে বল, কখন, কাম্য বস্তু উপভোগে
তৃপ্তি পাইয়াছে এ জগতে ? এ সম্ভোগ,
মৃগ-তৃষ্ণিকার মত বাড়ায় পিপাসা,
অতৃপ্ত কামনানলে দহে নিরবধি !
কই তৃপ্তি কোথা ? ভোগ-পুষ্পে পুষ্পে
মত্ত মধুকর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
অতৃপ্ত কামনানলে মরিতে পুড়িয়া,
এসেছি কি ধরাতলে ? মানব-জীবনে
নাহি শান্তি ? নাহি সুখ ? মানব-জীবন
কেবল কি মরীচিকা ভোগ-কামনার ?
না,—ছন্দক !—আছে শান্তি ; আছে নিত্য সুখ,

ভোগ-দাবানল হ'তে হইতে উদ্ধার,
জন্ম-জরা-মরণের দুঃখ-পারাবার
হইতে উত্তীর্ণ হায়! আছে মুক্তি-পথ'
খুঁজিব সে মুক্তি-পথ—খুঁজিব নির্ব্বাণ
এই দাবাগ্নির ; ধরা করিব শীতল!
আন অশ্ব! হও তুমি সহায় আমার!
উড়িবে যে পাখী ওই অনন্ত আকাশে,
সোণার পিঞ্জরে তার, সোণার শৃঙ্খলে—
মিটিবে কি সাধ? দ্বার কর অনর্গল,
অনন্ত আকাশে আমি যাইব উড়িয়া!"

ছন্দক কাঁদিয়া কহে—"হায়! দেব! তবে
নিশ্চয় কি এ সংসার শোকে ডুবাইয়া
যাইবে ছাড়িয়া তুমি?"
"নিশ্চয় ছন্দক!"—
উত্তরিলা দৃঢ়কণ্ঠে কুমার—"নিশ্চয়!
সুমেরুর মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার।
মস্তক উপরে বজ্র, তপ্ত লৌহ-পথে
প্রজ্জ্বলিত শৈলশৃঙ্গ হয় নিপতিত,
তথাপি প্রতিজ্ঞা নাহি করিব লঙ্ঘন।
শত পত্নী, শত পুত্র, শত মাতা পিতা,
দাঁড়ায় সম্মুখে যদি, শত মায়াবলে
করে অবরুদ্ধ পথ, ছন্দক! প্লাবিত
করে নয়নের জলে, পূর্ণ হাহাকারে,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম পালিব নিশ্চয়!"

পশিলা সিদ্ধার্থ গৃহে জনমের মত
দেখিতে গোপার, নব প্রসূনের মুখ।
সূতিকা-আগারে ধীরে করিয়া প্রবেশ
দেখিলা জ্বলিছে মৃদুমন্দ দীপাবলী
মৃদু আলোকিয়া কক্ষ! কুসুম-শয্যায়
আলুলায়িত-কুন্তলা স্খলিত-বসনা,
নিদ্রা যাইতেছে গোপা, বক্ষে সদ্য শিশু,
—সোণার প্রতিমা-বক্ষে সোণার কুসুম-
লইয়া আদরে যেন;—জিনি' দীপদাম
করিয়াছে আলোকিত গৃহ দুইজন!
এবার সিদ্ধার্থ-বক্ষ কাঁপিল না আর,
কেবল দুইটি বিন্দু অশ্রু দু'নয়নে
আসিল: ভাসিল ধীরে,—মায়ার চরণে
সিদ্ধার্থের সুশীতল শেষ উপহার।

অভিষেক-সঙ্গীত।

প্রবল বাড়ব-বহ্নির মত বারিধি-বক্ষ হ'তে
উঠিয়া, যে জাতি চলিল রঙ্গে আবার আলোক-স্রোতে;
মথিয়া জলধি, দলিয়া মেদিনী, লঙ্ঘি' শৈলরাজি:—
সে জাতির রাজা, মহারাজ ঐ ভারতে এসেছে আজি।
বাজুক্ শঙ্খ, উড়ুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি'—
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি।

যে জাতি গ্রীসের করিল মুক্ত দৃঢ় বন্ধন-পাশ ;
করিল বিধান— রবে না মানুষ মানুষের ক্রীতদাস ;
প্রচারিল স্বাধীনতার মন্ত্র বিপুল বিশ্বমাঝ ;—
সে জাতির রাজা, মহারাজ ঐ ভারতে এসেছে আজ।
বাজুক্ শঙ্খ, উড়ুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি'—
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি।

নিউটন যার বাঁধিল সূত্রে জগৎ জগৎ সনে ,
ডারুইন যার বাঁধিল নিয়মে জগতের জীবগণে ;
সেক্সপীর যার বাঁধিল ছন্দে হৃদয়-রতন-খনি ;—
এসেছে প্রথম আজি এ ভারতে সে জাতির নৃপমণি।
বাজুক শঙ্খ, উড়ুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি'—
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি।

মানিয়া লইল শাসন যার অনার্য্য-আর্য্য-সুত ,
স্থাপিলা ভারতে গভীর শান্তি সাম্য-মন্ত্রপূত ;
মুক্ত করিল স্বাধীন ধর্ম্ম, স্বাধীন চিন্তা স্রোতে,
সে জাতির রাজা, এসেছে ভারতে সুদূর বৃটন্ হ'তে।
বাজুক্ শঙ্খ, উড়ুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি'—
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি।

কোথায় বৃটন, কোথায় ভারত, ভিন্ন আকাশ যার !
এখানে যখন আলোক, তখন সেখানে অন্ধকার ;
মধ্যে গভীর গরজে জলধি,—লঙ্ঘি' সে পারাবারে,
এসেছে ভূপতি—লহ মা ভারত, বরণ করিয়া তাঁরে।

বাজুক্ শঙ্খ, উড়ুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি' –
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী, ভারতে এসেছে আজি

মা বলিয়া ডাক।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহ রে!

দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি',
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি'
নির্ভয়ে আজি গাহ রে!

বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশদিক সুখে হাসিবে!

সেদিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন
আসিবে সেদিন আসিবে!

আপনার মায়ে মা বলে' ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে.
সব পাপ-তাপ দূরে যায় চলে'
পুণ্য-প্রেমের বাতাসে '

সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্ব্বাদ.
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে !

উত্তরার স্বপ্ন-কথন ।

"উত্তরে ! উত্তরে ! কই অভিমন্যু কই ?"
উত্তরার শিবিরেতে ঊর্দ্ধশ্বাসে সুলোচনা
আসি' উন্মাদিনীপ্রায় কহে স্নেহময়ী –
"উত্তরে ! উত্তরে ! কই অভিমন্যু কই ?
শুনিয়াছি মহারণ করিতেছে দ্রোণ আজি,
উঠিয়াছে কুরুক্ষেত্রে মহা হাহাকার
কই অভিমন্যু কই, উত্তরে ! আমার ?"
ধরিয়া সখীর গলা, কাঁদিয়া বিরাটবালা
কহে--"ধর্ম্মরাজ-আজ্ঞা পাইয়া এখন,
গিয়াছেন তথা ; কিছু নাহি জানি আর ;
কাঁদিতেছে প্রাণ মা গো ! তোর উত্তরার।

গত নিশি চন্দ্র-পানে চাহিয়া চাহিয়া
হইনু নিদ্রিতা যবে, দেখিনু স্বপন
ঘেরিল অভিরে সপ্ত শার্দ্দূল ভীষণ!
দাঁড়াইয়া দৃপ্ত সিংহশিশু মধ্যস্থলে,
পরাজিল সপ্তশত্রু অপূর্ব্ব কৌশলে।
শশাঙ্ক হইতে ধীর নর-নারায়ণ,
মনোহর পুষ্পরথে করি' আরোহণ,
নামিলেন, নিরমল রথ-জ্যোৎস্নায়
আলোকিত রণক্ষেত্র অমৃত ধারায়।
অভিরে তুলিয়া বুকে লইয়া আদরে,
উঠিতে লাগিলা রথ আকাশে মন্থরে।
কহিলাম,—'দয়াময়! লও উত্তরায়।'
করুণ নয়নে চাহি', কহিলেন হায়!
জগন্নাথ,—নেত্রে স্নেহ-অশ্রু দরদর—
'না না, বৎসে! যাবে তুমি বৎসর অন্তর।'
কহিনু,—'না, প্রাণনাথ! ছাড়ি' উত্তরায়
যাইও না তুমি; ক্ষুদ্র উত্তরা তোমার
পারিবে না একা যেতে এতদূর হায়!'
জয়নাদে পূর্ণ হ'ল পৃথিবী, গগন!
নাচিতে লাগিল রথ বেষ্টি' তারাগণ।
কি সঙ্গীত, কি সৌরভ, বহিল ধরায়—
এ কি স্বপ্ন মা গো! অভি গেল মা! কোথায়?"

ভারতের মানচিত্র।

।—হের বৎস! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র; আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই, মাতৃস্তন্যে যথা
এদেশের ফলে জলে, পালিত আমরা।
কর প্রণিপাত, তুমি, কর প্রণিপাত!

ছাত্র।—(প্রণাম) ঐ যে চিত্রের শিরে ঘন-মসী-রেখা
পূরব-পশ্চিম ব্যাপী রয়েছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার দেব? বলুন আমারে।

শিক্ষক।—নহে তুচ্ছ মসী-রেখা, ওই হিমাচল।
ভারতের পিতৃরূপী! জনক যেমন
স্নেহদানে তনয়ারে পালেন আদরে,
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা ভারতে
জাহ্নবী-যমুনা-রূপা স্নেহ-ধারা দানে
পালিছেন সযতনে! ওই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র; কত সাধুজন,
বিরচি' আশ্রম সেথা, পূজি' ইষ্টদেবে
লভিলা অভীষ্ট বর! সম্মুখেতে তব,
বিজয় মুকুট সম এ অদ্রির শিরে,
শোভে ওই গৌরীশৃঙ্গ! দেখ বাম দিকে
ওই, বদরিকাশ্রম; মহামুনি ব্যাস,
বসি' যে আশ্রম-মাঝে রচিলা পুলকে

অমর ভারত-কথা ! অতি দূরে তার
শোভিছে কেদারনাথ ! আচার্য্য শঙ্কর
জীবনের মহাব্রত করি' উদ্‌যাপন,
লভিলা সমাধি যথা ! এই হিমাচল,
সাধু-পদ-রেণু বক্ষে ধরি' যুগ-যুগ
হইয়াছে পুণ্য ভূমি ! কর নমস্কার !

ছাত্র।—(প্রণাম) ওই যে চিত্রের বামে পঞ্চ রেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার ?

শিক্ষক। -ওই পঞ্চনদ, বৎস ! এই পুণ্য ভূমি
আর্য্যদের আদিবাস, সাম নিনাদিত ;
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি' বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান ! নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত্র-ভূমি—মরুময় স্থান ;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদী-কূলে
রয়েছে অঙ্কিত, বৎস ! অমর ভাষায়
বীরত্ব কাহিনী, শত আত্ম-বিসর্জ্জন ;—
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি !

ছাত্র -ওই যে চিত্রের মাঝে কটিবন্ধসম
শোভিতেছে গিরি-রেখা, কি নাম উহার ?

শিক্ষক।—এই বিন্ধ্যাচল, বৎস ! উত্তরে উহার
আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত ! উহার দক্ষিণে

না ছিল আর্য্যের বাস, অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আঁধার পূর্ণ! মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য, আর্য্যের বাস স্থাপিলা এদেশে।
এবে জনপদ কত, পূর্ণ ধনে জনে
শোভিছে এদেশ-মাঝে। এই বনভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য। রঘুকুলমণি
পালিবারে পিতৃ সত্য, জটাচীর ধরি',
কাটাইলা কাল সেথা। পুণ্য প্রবাহিনী
গোদাবরী, কল-কল মধুর নিনাদে,
"সীতারাম জয়" গীত গাহিয়া পুলকে
এখনো বহেন সেথা! পবিত্র এদেশ
সীতারাম-পদস্পর্শে! কর নমস্কার!

ছাত্র।—(প্রণাম) গুরুদেব! কৌতূহল বাড়িতেছে মম,
অতৃপ্ত শ্রবণযুগ, কৃপা করি' তবে
কোথা বঙ্গভূমি, আজ দেখান আমাবে!

শিক্ষক।—ওই বঙ্গভূমি, বৎস! হিমাদ্রি আপনি
মুকুট-আকারে হের, শোভে শিরোদেশে;
ধৌত করি' পদতল বহেন জলধি;
নিত্য প্রক্ষালিত পূত ভাগীরথী-জলে
"সুজলা", "সুফলা", "শ্যামা"। ভূষারূপে তার
হের ওই নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য যথা
হইলেন অবতীর্ণ; সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে,

বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা ;
অমর করিলা জীবে। পশ্চিমে তাহার
দেখ শুষ্কতনু ওই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে। নিম্নদেশে তার
সাগর-সঙ্গম ওই, পতিতপাবনা
তারিতে সগর বংশ অবতীর্ণ যথা,
মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে! পবিত্র এ দেশ!
কর প্রণিপাত তুমি ; বিধাতার কাছে
মাগ' এই বর, বৎস! মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি মায়ে!

ছাত্র।— বিশাল এ চিত্র দেব! কৃপা করি' তবে
দেখান দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে!

শিক্ষক— আছে শত শত বৎস! কি বর্ণিব আমি?
বলিলে জীবনকাল না ফুরাবে তবু!
রত্নপ্রসূ মা মোদের! দেখিয়াছ তুমি
দেব আত্মা হিমাচল, পাদ মূলে তাঁর
দেখ শীর্ণকায়া ওই বহিছে রোহিণী,
হিমাদ্রি-দুহিতা সতী! তটদেশে তার
আছিল কপিলাবাস্তু, পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে ধরিয়া ক্রোড়ে! দেখ বামদিকে
অর্দ্ধচন্দ্র-কায়া ওই জাহ্নবীর কূলে,
শোভিতেছে বারাণসী, হরিশ্চন্দ্র যথা

পত্নী, পুত্রে, আপনায় করিয়া বিক্রয়,
পালিলেন নিজ সত্য ! দেখ শিপ্রাকূলে,
অতীত গৌরব-স্মৃতি শিলা ধরি' বুকে,
শোভিতেছে উজ্জয়িনী,—বিক্রমের পুরী,
বাজা'য়ে মধুর বীণা কালিদাস যথা
গাইলা অমর গীত, ঝঙ্কার তাহার
এখনো উঠিছে বৎস ! দেশ-দেশান্তরে !
কি আর অধিক কব ? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরেব ;—
নয়নে অমৃত-দৃষ্টি, কণ্ঠে মধুবাণী,
হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়,
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ !
তেমতি জানিও বৎস, ভারত ভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ,
পুণ্যময় মহাতীর্থ, আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণু মাঝে এর, প্রতি জলকণে
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত ;
সামান্য এদেশ নয় ! বহু পুণ্যফলে
জন্মে নর এ ভারতে ! কিন্তু চিরদিন
রাখিও স্মরণ বৎস ! কর্ম্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ,
বৃথায় জনম তব ! কি বলিব আর ;
ভারত-সন্তান তুমি, আর্য্য-বংশধর,
ভুলিও না কোন দিন। করি আশীর্ব্বাদ

ভদ্র হও, ধন্য হও, ভারত-মাতার
হও উপযুক্ত পুত্র! স্বদেশের হিত
ধ্রুবতারা সম নিত্য রাখি' লক্ষ্যপথে
হও বৎস! অগ্রসর। ভারত-জননী—
করুন মঙ্গল তব, শুভ আশীর্ব্বাদে!

লও সত্যের শরণ।

একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ,
তবে কেন এত আশা,
এত দ্বন্দ্ব কি কারণ?

এই যে মার্জ্জিত দেহ,
যারে এত কর স্নেহ,
ধূলি সার হবে তার মস্তক, চরণ!

যত্নে তৃণ, কাষ্ঠ খান
রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহ-নাশ
না হয় বারণ।

অতএব আদি অন্ত
আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে, লও
সত্যের শরণ।

জগৎ-জীবন।

এ জগতের মাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ !
বিবিধ বরণে বিভূষিত ক'রে
তদুপরি তব নামটি লিখেছ !

পত্র-পুষ্প-ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় তোমার 'দয়াল' নামটি লেখা।
'সুন্দর'—এ নামে অঙ্কিত পাখীর পাখা,
'প্রেমানন্দ' নাম নয়নে লিখেছ !

চন্দ্রাতপ তুল্য গগন মণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝলমল,
তার মাঝে ইন্দু ক্ষরে সুধাবিন্দু
'সুধাসিন্ধু' নাম তায় অঙ্কিত করেছ !

জীবনে লিখেছ, 'জগৎ-জীবন',
পবন-হিল্লোলে হয় দরশন,
জ্বলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
'জ্যোতির্ম্ময়' নামে জগৎ প্রকাশিছ !

প্রস্তরে ভূস্তরে যাবৎ চরাচরে,
'সর্ব্বব্যাপী' নাম লিখেছ স্বাক্ষরে ;
লেখা দেখে তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে,
লেখার মত দেখা কেন না দিতেছ !

জন্মভূমির প্রতি।

রেখ মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে !
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন ক'রো না গো, তব মনঃ কোকনদে ।
প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতারা যদি খসে,
এ দেহ-আকাশ হ'তে নাহি খেদ তাহে !
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে ?
চির স্থির কবে নীর, হায়রে জীবন-নদে !
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা ডরি শমনে,
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন ;
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহগো শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর, দেহ দাসে সুবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে মা যথা ফলে,
মধুময় তামরস, কি বসন্ত, কি শরদে !

আকুলতা।

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই,
কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই ;

ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।

কে খেলায় আমি খেলি বা কেন?
জাগিয়া ঘুমাই কুহকে যেন।
এ কেমন ঘোর হ'বে না কি ভোর?
অধীর অধীর যেমতি সমীর—
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।

জানি না কে বা এসেছি কোথায়,
কোথায় চলেছি কে বা নিয়ে যায়।
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, উঠে নানা বোল;
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনি নাই।

কি কাজে এসেছি, কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল!
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি,
যাই যাই কোথা কূল কি নাই?

কর হে চেতন, কে আছ চেতন,
কতদিনে আর ভাঙিবে স্বপন।
যে আছ চেতন ঘুমিও না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার;
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ,
তব পদে তাই শরণ চাই॥

আবুবেন এবং স্বর্গীয় দূত।

মিয়া আবু বিন আদম—(তাঁহার বংশ বিশাল হউক,)
নিশীথে জাগিয়া দেখিলেন, ঘরে উছলে জ্যোৎস্নালোক।
রূপে উদ্ভাসি' জোছনার রাশি পদ্মফুলের মত,
দেবদূত এক সোণালি পুঁথিতে লিখিতে আছেন রত।
চিত্তে আবুর ছিল না কলুষ, তাই সাহসের ভরে
শুধালেন তিনি—"কি লিখ আপনি পুঁথিব পাতার পরে?"
আঁখি তুলি' ধীরে স্বপন-মূরতি কানে কহিলেন তাঁর—
"বিশ্বরাজারে যারা ভালবাসে, নাম লিখি তা' সবার।"
"আমার নাম কি লিখেছেন?" আবু শুধালেন মৃদুভাবে।
"লিখি নাই" শুধু কহি' সংক্ষেপে দেবতার দূত হাসে।
বিনয় বচনে আবু কহিলেন, "লেখ তবে অন্তত
আবু ভালবাসে সকল মানুষে ঠিক আপনারি মত।"
কি লিখি' পুঁথিতে অলখিতে হায়, দেবতা গেলেন চলি';
পরদিন রাতে এলেন বিভাতে ভুবন সমুজ্জ্বলি।
সোণালি পুঁথিটি খুলি' ধরিলেন আবুর আঁখির আগে,
নিখিল ভকত জনের শীর্ষে আবুর নামটি জাগে!

মহাদেব।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া!
শিঙ্গা বাজিছে ভভ ভোম্ ভোম্— ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ বব
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্, বম্ বম্ গাল বাজিয়া॥

নগন হইয়া প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি দানব-সাথ, শ্মশানে ফিরিছে গাহিয়া ॥
কটিতটে কি বা বাঘের ছাল, গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগ-যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া ॥
শশধর কলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয়-লোভে—
স্থিতি গতি অতি ; মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া ॥
আধ চাঁদ কি বা করে ঝিকিমিকি, নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি
প্রজ্জ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥
ঘরে চলিছে খিমিকি খিমিকি, বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল দ্রিমিকি দ্রিমিকি, হরি-গানে হর নাচিয়া ॥
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী কল কল কল,
লহরী উঠিছে কুল কুল কুল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া ॥
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম-ডোর নিজ গুণে লহ তারিয়া ॥

শরণাগত রক্ষণ।

লোমশ বলেন,—শুন ধর্ম্মের নন্দন :
শ্যেন-কপোতের কথা করহ শ্রবণ।
এই যে বিতস্তা নদী শিবিরাজ্য দেশে,
সিন্ধু-নদ সনে মিলি' সমুদ্রে প্রবেশে।
উশীনর নামে নৃপ আছিল তথায় :
যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে ইন্দ্র পরাভব পায়।

এক দিন যজ্ঞে ব্রতী আছেন রাজন্,
হেন কালে শুন এক দৈবের ঘটন।
পলায়ে কপোত এক,—শ্যেন তার পাছে,
শরণ লইল আসি' নৃপতির কাছে।
উশীনর উরুপার্শ্বে লুকা'ল ভয়েতে,
আক্রমণ করি' শ্যেন আইল পশ্চাতে।
নরকণ্ঠে কপোতক কহিল, "রাজন্,
রাখ মোর প্রাণ, প্রভু, লইনু শরণ।
কপোতের অরি শ্যেন নিরদয় হ'য়ে,
নাশিতে জীবন মোর আসিয়াছে ধেয়ে।"
কপোতে ব্যাকুল হেরি, কহে উশীনর,
"তোমারে রক্ষিব আমি, হ'য়ো না কাতর।
আশ্রিতে রক্ষিতে যদি যায় মোর প্রাণ,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মোর নাহি হবে আন।"
শ্যেন কহে, "মহারাজ, এ কি আচরণ,
মোর ভক্ষ্যে রক্ষ তুমি কিসের কারণ?
সবে কহে, ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা উশীনর,
ধর্ম্মহীন কর্ম্ম কেন কর নৃপবর?
মহাপাপ—খাদ্যে বাধা ক্ষুধার সময়,
ভক্ষ্য ছাড়ি' দেহ মোর হইয়া সদয়।"
রাজা বলে, "পক্ষিরাজ, কি করিব আমি?
অনর্থক না বুঝিয়া নিন্দ মোরে তুমি।
কপোত প্রাণের ভয়ে লয়েছে শরণ,
কেমনে কালেরে তারে করিব অর্পণ!"

শ্যেন বলে, "মহারাজ, এ তিন ভুবনে,
জীবগণ নাহি বাঁচে আহার বিহনে।
ধন জন ছাড়ি' জীব পারে বাঁচিবারে,
আহার ছাড়িলে কভু বাঁচিতে না পারে।
ক্ষুধায় আকুল আমি, না সরে বচন,
ক্ষণেক বিলম্ব হ'লে যাইবে জীবন।
আমি যদি মরি তবে আমার বিহনে,
দারা-পুত্র আদি মম মরিবে জীবনে।
এক প্রাণী দিলে যদি বাঁচে বহু প্রাণী,
অধর্ম্ম না হয়, তাহা সত্যধর্ম্ম মানি।
ত্যজিয়া সামান্য লাভ বহু লাভ যাহে,
করিবে গ্রহণ তাহা, শাস্ত্রে এই কহে।"
রাজা বলে, "যদি তব খাদ্যে প্রয়োজন,
অন্য খাদ্য খাও তুমি, রহিবে জীবন।
বৃষ মৃগ ছাগ মেষ মহিষ বরাহ,
এখনি আনিয়া দিব যার মাংস চাহ।"
শ্যেন বলে, "অন্য মাংস মোরা নাহি খাই,
কপোত মোদের খাদ্য, দেহ মোরে তাই।
কপোতের মাংস দেহ করিব ভোজন।"
এতেক শুনিয়া দুঃখে কহেন রাজন্,
"শিবিরাজ্য চাহ কিংবা আর চাহ যাহা,
অকাতরে তোমারে করিব দান তাহা।
আর যাহা চাহিবে প্রস্তুত আমি তায়;
আশ্রিত কপোত কিন্তু না দিব তোমায়।

কপোতের মাংস বল সুখাদ্য তোমার,
তা হ'তে নরের মাংস অধিক সুস্বাদ।
অতএব ছাড়ি' তুমি সামান্য কপোতে,
তৃপ্ত হও আমার এ দেহের মাংসেতে।"
এত শুনি, কহে শ্যেন, "শুনহ রাজন্,
কপোত যদ্যপি তব স্নেহের ভাজন,
তাই হোক, নিজ মাংস কপোত সমান,
খণ্ড করি' দেহ মোরে তুলা-পরিমাণ।"

উশীনর নৃপমণি, শ্যেনের বচন শুনি',
ভাসিলেন আনন্দ-সাগরে।
আশিতে বঞ্চিনু জানি, আপনারে ধন্য মানি,
তুলাযন্ত্র আনিলা সত্বরে।
নিজ হস্তে তুলা ধরি', নিজ মাংস খণ্ড করি,
কপোতের তুল্য করিবারে,
নিজ মাংস দেন যত, লঘু তাহা হয় তত,
ক্ষুদ্র সেই কপোতের ভারে।
দর-দর রক্ত ঝরে, নরপতি অকাতরে
নিজ মাংস কাটি' দেন মানে।
নিস্তব্ধ সকল দিক্, সর্ব্বলোক অনিমিক
রহে চাহি' নৃপতির পানে।
মাংস দিলা রাশি রাশি, তবু ভার হয় বেশী,
কি করিব, ভাবেন রাজন্,
মাংস কাটি' দিনু যত, না হয় কপোত-মত;
অসম্ভব না হেরি এমন!'

ক্ষণকাল চিন্তা করি', ভক্তিভাবে হরি স্মরি',
তুলে বৈসে নিজ উশীনর ,
হেরিয়া নৃপের কাজ, শ্যেনরূপী সুররাজ
কহিলেন, শুন নৃপবর !
"সুরপতি ইন্দ্র আমি, শ্যেন-রূপে মর্ত্ত্যে নামি',
অগ্নি আর কপোতের বেশে,
ধার্ম্মিকতা দেখিবারে, মোরা দোহে ছল ক'রে,
আসিয়াছি তব রাজ্য-দেশে ।
হেরি' তোমা ধর্ম্মনিষ্ঠ, হইলাম বড় তুষ্ট,
বদ্ধ হৈনু তব ধর্ম্মফলে ;
তোমার মহিমা ভবে, যাবৎ ধরণী রবে,
ধন্য ধন্য গাহিবে সকলে !"

বিজয়া-দশমী ।

"যেয়ো না, রজনি ! আজি লয়ে তারাদলে
গেলে তুমি, দয়াময়ি ! এ পরাণ যাবে !—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে ।
বার মাস তিতি, সতি ! নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি, কি সান্ত্বনা-ভাবে —
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা-কুন্তলে !
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা, এ মন জুড়াবে !

তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি' অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে !
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি।"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

যোগী।

পশ্চিমে ডুবিছে ইন্দু, সম্মুখে উদার সিন্ধু,
শির'পরি অনন্ত আকাশ,
লম্বমান জটাজূটে, যোগিবর করপুটে,
দেখিছেন সূর্য্যের প্রকাশ !

উলঙ্গ সুদীর্ঘ কায়, বিশাল ললাট তায়,
মুখে তাঁর শান্তির বিকাশ,
শূন্যে আঁখি চেয়ে আছে, উদার বুকের কাছে
খেলা করে সমুদ্র-বাতাস।

চৌদিকে দিগন্ত মুক্ত বিশ্ব চরাচর সুপ্ত
তারি মাঝে যোগী মহাকায়,
ভয়ে ভয়ে ঢেউ গুলি, নিয়ে যায় পদধূলি,
ধীরে আসে ধীরে চলে যায়।

মহা স্তব্ধ সব ঠাঁই, বিশ্বে আর শব্দ নাই,
কেবল সিন্ধুর মহা তান,
যেন সিন্ধু ভক্তিভরে, জলদ-গম্ভীর স্বরে
তপনের করে স্তব-গান।

আজি সমুদ্রের কূলে, নীরবে সমুদ্র তুলে,
হৃদয়ের অতল গভীরে,
অনন্ত সে পারাবার, ডুবাইছে চারিধার,
ঢেউ লাগে জগতের তীরে।

যোগী যেন চিত্রে লিখা, উঠিছে রবির শিখা,
মুখে তারি পড়িছে কিরণ,
পশ্চাতে ব্যাপিয়া দিশি, তামসী তাপসী নিশি,
ধ্যান করে মুদিয়া নয়ন!

শিবের জটার পরে যথা সুরধুনী ঝরে
তারা চূর্ণ রজতের স্রোতে,
তেমনি কিরণ লুটে, সন্ন্যাসীর জটাজুটে,
পূরব-আকাশ-সীমা হতে।

বিমল আলোক হেন, ব্রহ্মলোক হ'তে যেন
ঝরে তাঁর ললাটের কাছে,
মস্তোর তামসী নিশি পশ্চাতে যেতেছে মিশি',
নীরবে নিস্তব্ধ চেয়ে আছে।

সুদূর সমুদ্র-নীরে, অসীম আঁধার-তীরে,
একটুকু কনকের রেখা,
কি মহা রহস্যময়, সমুদ্রে অরুণোদয়,
আভাসের মত যায় দেখা!

চরাচর ব্যগ্র প্রাণে, পূরবের পথ-পানে
নেহারিছে সমুদ্র অতল,
দেখ চেয়ে মরি মরি, কিরণ-মৃণাল'পরি
জ্যোতিষ্ময় কনক কমল!

দেখ চেয়ে দেখ পূবে, কিরণে গিয়েছে ডুবে
গগনের উদার ললাট,
সহসা সে ঋষিবর আকাশে তুলিয়া কর
করিয়া উঠিল বেদ-পাঠ।

কণ্বাশ্রম।

বিস্তীর্ণ অটবী-মাঝে সুদীর্ঘ আশ্রম,
হেরিলে মুদিত চিত্ত, অপগত শ্রম।
হরিত ধরণী-তল,
সজ্জিত বিটপী-দল
বিকশিত ফুল ফলে, শোভে মনোরম!

দীর্ঘ প্রসারিত কায়া

বিস্তারে শীতল ছায়া,—

শাখাবাসী পক্ষিকণ্ঠে উথলিছে গান ;

মৃদু সমীরণ ভরে,

ধীরে বৃন্ত হ'তে ঝরে

স্ফুট পুষ্পরাজি, করে মধুগন্ধ দান।

আশ্রম-সমীপে নদী সুষমাশালিনী,

শান্তি-রূপা পুণ্যতোয়া বহিছে মালিনী।

সৈকতে করিছে খেলা

জলচর পক্ষি-মেলা,

বিহঙ্গ-কাকলি-সনে মিলাইয়া তান,

সাজি' কূল-মালে, স্রোতঃ করিছে প্রয়াণ।

শান্তিরস-সিক্ত রম্য ঋষি-তপোবন ;

হিংসা ভুলি' জন্তুগণ করে বিচরণ।

তেজোময় কলেবর

শত ঋষি যতিবর,

অবিরত ব্রত পূজা হোম তপস্যায়,

বেদগান-ধ্বনি উঠি' আকাশে মিশায়।

আশ্রম-পালিত মৃগ-শিশুরা কেমন,

অর্দ্ধভুক্ত তৃণ মুখে,

উৎকর্ণ হইয়া সুখে

পবিত্র সঙ্গীত শোনে, বিমুগ্ধ নয়ন।

বনভূমি করি আলা,
জ্যোতির্ম্ময়ী ঋষিবালা
করে ধীরে আলবালে সলিল সেচন,
তরুলতা করে সুখে কুসুম মোচন;

সংসার-প্রান্তরে এক আনন্দ নিলয়
মরতের পাপ-তাপ
অমঙ্গল অভিশাপ,
পবিত্র আশ্রম-ভূমে, নাহি শোক ভয়
স্বভাবের শোভা-মাঝে
দেব ভাব সদা রাজে,
পুণ্য-সমীরণে প্রাণ হয় শান্তিময়।

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।

একদা কালপুরুষ সংসার-বিনাশী,
অযোধ্যায় প্রবেশিল হইয়া সন্ন্যাসী।
সভাতে বসিয়া রাম, দুয়ারী লক্ষ্মণ,
রীতিমত বসিয়াছে পাত্রমিত্রগণ।
হেনকালে আসি' কালপুরুষ বলিল,
"আমি দূত ব্রহ্মার, যে ব্রহ্মা পাঠাইল।
লক্ষ্মণ, রামের কাছে কর নিবেদন,
তাঁহার সহিত আছে কথোপকথন।"

শ্রীরামের কাছে গিয়া লক্ষ্মণ সম্ভ্রমে,
যোড় হাত করি' জানাইলেন শ্রীরামে,—
"আইল ব্রহ্মার দূত দ্বারে আচম্বিতে,
আজ্ঞা কর রঘুনাথ! তাঁহারে আনিতে।
শ্রীরাম বলেন, "আন করি' পুরস্কার,
কি হেতু আইল দূত জানি সমাচার।"
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বরে,
কালপুরুষেরে নিল রামের গোচরে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া রাম দিলেন আসন,
যোড়হস্তে জিজ্ঞাসেন, "কহ প্রয়োজন?"
সে কালপুরুষ বলে, "শুনহ বচন,
যে কথা কহিব, পাছে শুনে অন্য জন,
এ সময়ে যে করিবে হেথা আগমন,
ব্রহ্মার বচনে তারে করিবে বর্জ্জন,
এই সত্য ব্রহ্মার যে করিবে পালন।"
শ্রীরাম বলেন, "শুন প্রাণের লক্ষ্মণ,
সাবধানে থাক, না আইসে কোন জন।
দ্বার রক্ষা কর গিয়া হ'য়ে একমন!
অধিক কি কহিব, যে আসিবে হেথায়,
তাহাকে ত্যজিব আমি, জানহ নিশ্চয়।
এই সত্য করিলাম দূতের গোচরে,
সাবধানে লক্ষ্মণ, রহিবে তুমি দ্বারে।"
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে, না হয় খণ্ডন,
ব্রহ্মার মায়াতে দুর্ব্বাসার আগমন।

সভা করি' দ্বারে বসিয়াছেন লক্ষ্মণ,
মুনি বলে, "গিয়া করি রাম-সম্ভাষণ।"
লক্ষ্মণ বলেন, "কৃপা কর দাস ব'লে,
ব্রহ্মার দূতের সনে আছেন বিরলে।
যে কর্ম্ম সাধিবে করি' রাম-সম্ভাষণ,
আজ্ঞা মাত্র করি আমি সেই প্রয়োজন।"
কুপিলা দুর্ব্বাসা মুনি লক্ষ্মণের প্রতি,
লক্ষ্মণের পানে চাহি' কহে কোপমতি,—
"লক্ষ্মণ, আমার শাপে কার বাপে তরে,
শাপ দিয়া পোড়াইব অযোধ্যানগরে।
যত রাজ্যখণ্ড আজি করিব সংহার,
পোড়াইয়া অযোধ্যা করিব ছারখার।
বালক-বনিতা-বৃদ্ধ আজি করি' ধ্বংস,
দশরথ ভূপতিরে করিব নির্ব্বংশ।"
দেখিয়া মুনির কোপ লক্ষ্মণের ত্রাস,
ভাবেন, 'আমার লাগি হয় সর্ব্বনাশ!
বুঝি রাম করিবেন আমারে বর্জ্জন,
এড়াইতে নারি আমি ললাট-লিখন!
বর্জ্জন, মরণ দুই একই প্রকার,
আমা হ'তে বংশ কেন হইবে সংহার।
আমারে বর্জ্জিলে আমি মরি একজন,
পিতৃবংশ-নাশ করি কিসের কারণ?'
পূর্ব্বকথা লক্ষ্মণের পড়িলেক মনে,
এ বর্জ্জন সুমন্ত্র কহিল তপোবনে।

কালপুরুষের সঙ্গে রামের কথন ;
মুনিকে লইয়া তথা গেলেন লক্ষ্মণ।
কালপুরুষেরে রাম করিয়া বিদায়,
প্রণাম করিল ত্বরা মুনি দুর্ব্বাসায়।
বিনয়ে বলেন রাম, "কোন্ প্রয়োজন ?"
দুর্ব্বাসা বলেন, "চাহি উচিত ভোজন।
এক বর্ষ আমি করিয়াছি অনাহার,
দেহ অন্ন-ব্যঞ্জন যে অমৃত-স্বভাব।"
ভোজন দিলেন রাম অতি সমাদরে,
ভোজন করিয়া মুনি গেল নিজ ঘরে।
শ্রীরাম ভাবেন, "মুনি আইল কুক্ষণে,
কেমনে বর্জ্জিব ভাই প্রাণের লক্ষ্মণে!
সত্য যদি লঙ্ঘি, তবে ব্যর্থ এ জীবন,
সত্য পালি যদি, হয় লক্ষ্মণে বর্জ্জন।"
লক্ষ্মণে বর্জ্জিতে রাম ব্যাকুলিত-প্রাণ,
বশিষ্ঠাদি মুনিগণে করেন আহ্বান।
কেমনে করেন রাম সত্যের পালন ;
সভামধ্যে শ্রীরাম বলেন বিবরণ।
শ্রীরাম বলিল, "সীতা আর রাজ্য ধন,
ইহার অধিক মোর ভাই শ্রীলক্ষ্মণ!
রাজ্য, জায়া, নিজপ্রাণ ত্যজিবারে পারি,
লক্ষ্মণ বিহনে আমি রহিবারে নারি।"
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ,
"আমারে বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন।

যদি সত্য লঙ্ঘ, হবে বড় অনাচার,
তুমি সত্য লঙ্ঘিলে মজিবে এ সংসার।”
লক্ষ্মণের বচনেতে শ্রীরাম বিহ্বল ;
দুই ভাই কোলাকুলি, চক্ষে পড়ে জল।
সভায় বলেন রাম, “বর্জ্জিনু লক্ষ্মণ !
তোমার পশ্চাতে ভাই ! করিব গমন।”
শুনি' সর্ব্ব লোকের চক্ষেতে পড়ে জল ;
চলিল লক্ষ্মণ বীর আঁখি ছল-ছল।
এড়েন হাতের বেত্র, গাত্র-আভরণ,
রামে করি' প্রদক্ষিণ চলেন লক্ষ্মণ।
ভরতের পদদ্বয় করেন বন্দন ;
ভরত কাতরে অতি করেন ক্রন্দন।
প্রজাসমূহের প্রতি বলেন কাতরে,
“সম্প্রীতিতে বিদায় করহ সবে মোরে।”
প্রজাগণ বলে, “শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ !
তোমা বিনা কেমনেতে ধরিব জীবন ?”
লক্ষ্মণ রামের পদে করেন প্রণতি ;
জন্মে জন্মে থাকে যেন ভক্তি তব প্রতি।
লক্ষ্মণের বাক্যে রাম হইয়া কাতর,
অচেতন হইলেন, নাহিক উত্তর।
পাত্র-মিত্র-সহ বীর করিলা মেলানি ;
চাহিয়া সবার পানে চক্ষে পড়ে পানী।
পাত্র-মিত্র-সহ আর বান্ধব-স্বজন,
সরযূ নদীর তীরে করেন গমন।

প্রার্থনা করেন বীর করিয়া প্রণাম,
"আমাতে প্রসন্ন যেন থাকেন শ্রীরাম
সরযূর স্রোত বহে অতি খরশান,
লক্ষ্মণ নামিয়া তাহে ত্যজিলেন প্রাণ।

রাহুলের পিতৃধন প্রাপ্তি

গোপা ? কোথা গোপা ? ভূতলে পাতিয়া বক্ষ
নিজ কক্ষে পুণ্যবতী ধ্যানে নিমগন!
সখী কহে, "ওঠ সখি ! কত বৎসরের পরে
কুমার আসিলা ঘরে, কবি দরশন
অপরূপ দেবরূপ,—কি মহিমা-মণ্ডিত !—
চল সখি ! একবার জুড়াও জীবন
"না সখি !" কহিলা গোপা অধরে আনন্দ-হাসি,—
"সফল যদিও দীর্ঘ তপস্যা আমার ;
আমার হৃদয়নাথ ! আসিবেন এই খানে,
এই খানে পদাম্বুজ পূজিব তাঁহার !"
সিদ্ধার্থ, সশিষ্য দুই, আসিলেন ধীরে ধীরে,
দেব অংশুমালী যথা কক্ষেতে উষার !
সভক্তি উঠিয়া গোপা দেখিল সে দেবরূপ,
হইলা প্রণত পদে হ'য়ে দীর্ঘাকার !
দেখিলেন বুদ্ধদেব গোপার যোগিনী-বেশ,
শিরে জটাভার, অঙ্গে গৈরিক বসন !

আদর্শ কবিতা।

সিংহাসনে পুষ্পাবৃত বসন-ভূষণ তাঁর,—
পবিত্র সন্ন্যাস-ক্ষেত্র বিলাস-ভবন!
নীরব, নিস্পন্দ, স্থির বুদ্ধদেব, শিষ্যদ্বয়;
নীরব নিস্পন্দ গোপা ধরি' পদমূল,—
দিবার প্রতিমা যেন দিবাকর-পদতলে;
অষ্টম বর্ষীয় শিশু নীরব "রাহুল"!
গোপা দেখিলেন যেন নবীন সন্ন্যাসী ধীরে
পশিলেন অন্ধকার হৃদয়ে তাঁহার,
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন যেন ভগ্ন দেবালয়ে
ধীরে ধীরে চন্দ্রকর হইল সঞ্চার!
যেই রাজ-পুত্র-মূর্ত্তি ছিল হৃদে অধিষ্ঠিত,
হল সে মোহন মূর্ত্তি ধীরে অন্তর্হিত;
সন্ন্যাসীতে রূপান্তর হইয়া সে মূর্ত্তি ধীরে,
হৃদয়ের পদ্মাসনে হইল স্থাপিত!
কিন্তু ওই শান্ত, স্থির, অমিতাভ দেবরূপ,
ঐ নর-নারায়ণ, পতি কি গোপার?
জগতের পতি তিনি, ছুঁইতে তাঁহার পদ,
মানবী গোপার কি বা আছে অধিকার!
বুঝি তাঁর পরশনে হইতেছে কলুষিত
সে পবিত্র পদাম্বুজ,—উঠিলা শিহরি'!
মনে করিলেন স্থির, লইবেন অধিকার,
লভিবেন ভবার্ণবে সেই পদ-তরী!
সোণার পুতুল শিশু নীরব নিস্পন্দ স্থির,
বিস্ময়ের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি রয়েছে চাহিয়া,

চুম্বিয়া ললাট গোপা, চম্পককলির পত্র
লইলেন ধীরে রাজবসন খুলিয়া !
চিরিয়া গৈরিকাঞ্চল পরাইলা উত্তরীয়,
কেশে চারু ক্ষুদ্র চূড়া বাঁধিলা সুন্দর ;
সুন্দর সন্ন্যাসী শিশু সাজাইয়া রাহুলেরে
আনন্দে কহিলা গোপা, অশ্রু দরদর—
"রাহুল ! পিতার কাছে মাগ' গিয়া পিতৃধন !"
বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে শিশু কাঁদ-কাঁদ স্বরে,—
"কে আমার পিতা মা গো ! আছে কি পিতা আমার ?
কই ত—পিতায় মা গো ! দেখিনি কখন ?"
অশ্রু দরদর গোপা কহিলা,—"সন্ন্যাসীদেব
জনক তোমার, ওই কর দরশন !
অনন্ত অমৃত ধন আছে বৎস ! ওঁর কাছে,
দিতেছেন অকাতরে নরে দয়াধার ;
তোমাকে আমাকে তাহা অবশ্য দিবেন উনি,—
মাগ' যাত্ব ! পিতৃধন, চরণে পিতার !"
রাহুলে লইয়া বুকে, বসিলেন জানু পাতি'
পতি-পদতলে সতী, মূর্ত্তি করুণার !
রাহুল কাঁদিয়া কহে,—"দাও পিতঃ ! পিতৃধন" ।
নীরব, নিস্পন্দ, বুদ্ধ, শিষ্যদ্বয় আর ।
ছুটিয়া আসিল কক্ষে রাজপরিবারগণ,
বৃদ্ধ রাজা রাণী সহ, করি' হাহাকার !—
আবার আবার শিশু,—"দাও পিতঃ ! পিতৃধন"—
কহিছে কাঁদিয়া, অশ্রু বহিছে গোপার !

আদর্শ কবিতা।

"দিব পিতৃধন বৎস ! পালিব পিতার ধর্ম্ম,
দিব সপ্ত রত্ন"—বুদ্ধ কহিলা গম্ভীরে,—
সারিপুত্র 'ভিক্ষাপাত্র'—আজ্ঞা মাত্র দিল তুলি'
পত্নী-পুত্র করে, আহা ! ভাসি' অশ্রুনীরে !

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে,—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ-করে, হে সুধন্বি ! জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃ-পুরে—
আজি এই রক্ষঃ পুরে, অরি-মাঝে আমি,
বিপদ্-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু ! লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চির ভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি' রক্ষঃ-কারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি ! কেমনে ভুলিলে—

হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে ?
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি' পৌলস্তেয় ! না শাস্তি' সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন— বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ! উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুল-জয়কেতু ! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলী—
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি ;
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী ;
ব্যাকুল এ বলিদল ! উঠ ত্বরা করি',
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি !
কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি' যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি'—
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি' রাক্ষসে।
তনয়বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা,—'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি

আমার, অনুজ তোর ?' কি বলে' বুঝাব
উর্ম্মিলা বধরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি,
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে ?
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা . তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক ! হে লক্ষ্মণ, আচার এ কভু,
সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার ! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি',
পূজিনু দেবতাকুলে, - দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি .
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে ।
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু, বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে -
বাঁচাও, করুণাময় ! ভিখারী রাঘবে !"

পরশমণি।

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?
অই যে অবনীতলে, পরশমাণিক জ্বলে,
বিধাতা-নির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন।
পরশ-মণির সনে, লৌহ-অঙ্গ পরশনে,
সে লৌহ কাঞ্চন হয়, প্রবাদ বচন,—
এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণ-ধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহারি পরশ-গুণে মানব-বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি' আছে ধরা আলো করি',
মাটীর অঙ্গেতে মাখা সোনার কিরণ!

পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত!
কে রাখিত চিত্র ক'রে চাঁদের জোছনা ধ'রে,
তরঙ্গে মেঘের অঙ্গে সুখেতে মাখায়ে?
কেবা এই সুশীতল, বিমল গঙ্গার জল
ভারত-ভূষণ করি' রাখিত ছড়ায়ে?
কে দেখা'ত তরুকুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল,
মরাল, হরিণ, মৃগে পৃথিবী শোভিয়া?
ইন্দ্রধনু-আলো তুলে, সাজায়ে বিহঙ্গ-কুলে
কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া?

আদর্শ কবিতা।

দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি —
স্বর্গের উপমাস্থল, হয়েছে এ মহীতল,
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী !
কি আছে ধরণী-অঙ্গে, নয়ন-মণির সঙ্গে
না হয় মানব-চিত্তে আনন্দদায়িনী ।—
নদী-জলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে,
চরেতে বালুকা ফুটে, তৃণেতে হিমানী.
পক্ষী-পাখা উড়ে যায়, পিপীলি-শ্রেণীতে ধায়,
—কঙ্করে, তুষার 'পরে. ঝিনুকে চিক্কণী !
তা'তেও আনন্দ হয় অরণ্য কুজ্ঝটিময়,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎলতা, তমিস্রা রজনী ।

অপূর্ব্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন !
স্নেহরূপ কত ফুল. ফুটায় মণি অতুল,
ইহার পরশে ধরা আনন্দ-কানন ।
জননী-বদন ইন্দু, মরি কি করুণা-সিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত শশি-রশ্মিমাখা, চারু ইন্দীবর আঁকা
পুত্রের অধর, ওষ্ঠ, নলিন-আনন :
সোদরের সুকোমল. স্বস্থ-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়-পাত্র গৃহীর কাঞ্চন—
এই মণি-পরশনে, হয় সুখ দরশনে,
মানব-জনম সার, সফল জীবন ।—
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?

প্রহরী।

চারিদিকে গ্রন্থরাশি পাঠের আগার মাঝে,
বসিয়া নাসির উদ্দিন জ্ঞানের সাধক-সাজে।
কি আনন্দে মগ্ন যোগী! কঠোর সে সাধনায়,
স্বরগের সুধা-ধারা হৃদি মাঝে ব'য়ে যায়।
আননে উঠিছে ফুটি' পবিত্র উজল হাসি,—
কোরাণ নকলে রত; চারিদিকে গ্রন্থরাশি।
সহসা চাহিয়া মুখ কঙ্কণের ঝণৎকারে,
দেখেন পাঠান-রাজ বেগম দাঁড়ায়ে দূরে।
ফুল্ল পারিজাতসম হাসি হাসি মুখখানি,—
কে যেন দিয়েছে তায় বিষাদ-কালিমা টানি'!
পড়িতেছে গণ্ড বহি' দর-বিগলিত ধারা,
নতমুখে, মহারাণী কাঁদিছেন আত্মহারা।
অতি সন্তর্পণে রাখি' ক্রোড় হ'তে বহিখানি,
চলিলা সম্রাট ত্বরা, যথা ছিল মহারাণী।
আদরে মুছায়ে অশ্রু অতীব কোমল স্বরে
বলিলেন, "প্রিয়তমে! কি হ'য়েছে বল মোরে?"
স্বামীর আদরে অশ্রু আরো দ্রুতধারে বয়,
ভাবাবেগে মহারাণী নিশ্চল নির্ব্বাক রয়!
বহুক্ষণ পরে শেষে বলিতে লাগিলা ধীরে,
"জাঁহাপনা শেষ বাঁদী ছিল যে আমার তরে,
তোমার আদেশে আজি বিদায় দিয়েছি তায়,
সেঁকিতে ছিলাম রুটি, দেখ হাত জ্বলে' যায়।

নষ্ট হ'য়ে গেছে রুটি, কাঁদিতে ছিলাম তাই,
তোমার আহার-তরে আর ঘরে কিছু নাই।
বিশাল এ ভারতের সম্রাট আমার স্বামী,
একটি বাঁদীও কি গো পেতে নাহি পারি আমি?
পুড়েছে আমার হাত, তুমি রবে অনাহারে!
অগণিত ধন-রত্ন রাজ-কোষে কার তরে?"
থামিলেন মহারাণী, সম্রাট বলিল ধীরে,
"মহারাণি! কাঁদিতেছ শুধু তুমি এরি তরে?
হাত পুড়িয়াছে তব, মোর হাত আছে ঠিক—
এর জন্য এত কাঁদা! ছি ছি মহারাণি! ধিক্!
তুমি যদি নাহি পার করিবারে গৃহ-কাজ,
নিজ হস্তে লব তাহা, আমিই করিব আজ।
আমি ভেবেছিনু বুঝি অঙ্গ, বঙ্গ, উড়িষ্যায়,
দারুণ দুর্ভিক্ষ ক্লেশে বহু লোক মারা যায়;—
তারি জন্য বুঝি তুমি কাঁদিতেছ গৃহ-কোণে,
প্রজাদের শোক বুঝি বিষম বেজেছে প্রাণে!
প্রিয়তমে! এই দুঃখে এ ভাবে কাঁদিতে আছে?
ভাব দেখি তোমা' চেয়ে কত দুঃখী দেশ মাঝে—
সদা নিদারুণ দুঃখে করিতেছে হাহাকার!
তুমি কাঁদিতেছ ভাবি' এক বেলা অনাহার!
অগণিত ধন-রত্ন রাজার ভাণ্ডারে আছে?
আমার ভাণ্ডার নয়, তার পানে চাওয়া মিছে!
আমি তো প্রহরী মাত্র, নাহি মোর অধিকার,
সে ধনের কণা মাত্র করিবারে ব্যবহার।

প্রত্যহ কোরাণ লিখি' করি যাহা উপার্জ্জন,
তাহাতেই দু'জনার চলে গ্রাস-আচ্ছাদন।
পরধনে লোভ করা, সে কি ভাল মহারাণি ?
তোমার সে ভাব নয়, আমি তাহা ভাল জানি !
নিরুৎসাহ না হইও, মনে রেখো দিনমান,
মাথার উপরে থাকি' দেখিছেন ভগবান !'

ধূলা।

কোন্ ঐন্দ্রজালিকের অস্থি-অবশেষ
কহ তুমি, লো কণিকে, মোর কাণে কাণে !
সমীর-বাহিনী তন্বী কে না তোমা জানে ? —
উড়ে' উড়ে' কর সদা কাহার উদ্দেশ ?
হেন স্থান নাহি, যথা নাহি তব গতি !
প্রকাশ্য নিবাস পথে, যাও পায় পায়—
ঘৃণাভরে ফেলে ঝেড়ে' কেবা না তোমায় ?
নিরভিমানিনী অয়ি ! তবু কর স্থিতি
লুকা'য়ে গৃহের কোণে, অযত্ন-পালিতা—
দরিদ্র বালিকা মত ধনীর ভবনে ;
দীনেরে৷ কুটীরে তুমি নহ সম্মানিতা !
লো মলিনা ! অই তব মলিন বসনে
ঢাকা যে সৌন্দর্যরাশি, বিশ্বানুলেপন,
মোরা বিজ্ঞ, মোরা অজ্ঞ ! চিনেও চিনি না !

আদর্শ কবিতা।

জগত-জননী-রূপা! তোমারে সে চিনে
স্বভাব-দীক্ষিত-শিশু ;—মহানন্দ মনে
মাখে কায় নিয়ে তুলে অঞ্জলি অঞ্জলি ;—
নগ্ন অঙ্গে কি বা শোভা ধর তুমি ধূলি!
সর্ব্বাঙ্গে বুলা'য়ে কর দাও সাজাইয়া ;
নেহারি' সন্ন্যাসি-নাগা মুগ্ধ হয় হিয়া!
বাল্যসখি, চিনি তব মধুর মূরতি,—
করিয়াছি একদিন সাদরে আরতি!
আদ্যন্ত-রূপিণী তব মহিমা অশেষ,
অবসান তোরি মাঝে সর্ব্ব-গর্ব্ব-লেশ!

সীতা ও সরমা।

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক কাননে
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয়-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর-বনে!
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্তমণি ;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে!

স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা ! নড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অবরে
শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে ; যেন তরু, তাপি' মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি' সাজ ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি', চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী !
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে !
একাকিনী বসি' দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন ! হেনকালে তথা,
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে ; সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে !
কতক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর স্বরে :—"দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা-দু'খানি ! আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর ; সধবা তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ? নিঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি !

কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ?”
কৌটা খুলি’ রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে আহা, তারা-রত্ন যথা !
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
“ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু ; কিন্তু চির-দাসী, দাসী ও চরণে !”
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে ; আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি’
দশ দিক্ ! মৃদুস্বরে কহিলা মৈথিলী ;
“বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি !
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকল
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে !
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি’ লভিতে সে ধনে ?”
কহিলা সরমা ;—“দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল মণি !
কহ এবে দয়া করি’, কেমনে হরিল

তোমারে রাক্ষসপতি ? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে !
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে,
এ চোর ? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি', করিল চুরি এ হেন রতনে !''
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি'
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি ! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি' নীড়, থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর বন সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি' দেখ মনে,
কিসের অভাব তার ? যোগাতেন আনি'
নিত্য ফলমূল বীর সৌমিত্রি ; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু, কিন্তু জীব নাশে—
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে !

আদর্শ কবিতা।

"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি, কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি !
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি !
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি ? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্ত্তক নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, বামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম—স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
সমাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে !
সরসী আরসি মোর ! তুলি' কুবলয়ে,
(অতুল রতন সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি' মোরে সম্ভাষি' কৌতুকে !

হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে।
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা-দু'খানি—আশার সরসে
রাজীব, নয়ন-মণি ? হে দারুণ বিধি।
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?"
 এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিল নীরবে!
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি' অশ্রু-নীরে।
 কতক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি' রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে ; কি কাজ স্মরিয়া ?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে!"
 উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধুস্বরা !) ; "এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে ? কহি, শুন, পূর্ব্বের কাহিনী !
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি
বারি-রাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মন
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি ; তুমি শুন লো সরমে !
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে ?
 "পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব

সে কান্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বনদেবী-করে !
সরসীর তীরে বসি’, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষিবংশ-বধূ
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
পাতি’ বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখী ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় ; কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি’ কোকিলের ধ্বনি !
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ! কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি’ বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি’ গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা

পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপ আমিও, রূপসি,
নানা কথা ! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি, শুনি যেন সে মধুর বাণী !
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি !
সে সঙ্গীত ?" —নিরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী,—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি' হেন বনবাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে ;
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে,
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে !
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি !
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা ?
জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী !"

বৃত্রসংহার।

হেথা মহাসুর বৃত্র জয়ন্ত উদ্দেশে
ছুটে ঝটিকার গতি ; হেরি' মহারথ

কার্ত্তিকেয় আদি সুর রক্ষিতে কুমারে,
চালাইলা দিব্য যান বেগে দ্রুততর ;
ছুটিলা অনল, দিবাকর, অম্বপতি,
বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জন ভীম দেব,
করাল অন্তকমূর্ত্তি যম দণ্ডধর।
জ্বালাময় তিন চক্ষু, ভীষণ হুঙ্কারি'
দাঁড়াইল দৈত্যরাজ, সুররথিগণে
হেরি' দূরে ! হেরি' দৈত্যে, যম দণ্ডধর
কালিমজলদবর্ণ, ঘোর স্বরে ভাষি,
কহিলা অমরবৃন্দে—"হে দেব-সেনানি,
শ্রান্ত সবে বহু রণে যুঝিলা তোমরা,
ক্ষণকাল লভ হে বিশ্রাম—আমি যুঝি
দৈত্যরাজে ক্ষণকাল আজি।" চাহি' তবে
সম্বোধিলা বৃত্রাসুরে—"হে দানবপতি,
পরেত-পতিরে আজি ভেট রণভূমে।"
প্রেতপতি-বাক্যে বৃত্র দুর্জ্জয় হুঙ্কারি'
কহিলা "হে ধর্ম্মরাজ, এত যদি সাধ
যুঝিতে বৃত্রের সহ—ধর দণ্ড তবে।
হের দেখ রাখিনু ত্রিশূল, আজি ইহা
না ধরিব অন্য দেবরণে, ইন্দ্রসুতে
কিংবা ইন্দ্রে না আঘাতি' আগে।" পার্শ্বদেশে
বিন্ধিলা ভৈরব শূল মনঃশিলাতলে
দৈত্যপতি। ভীমগদা ধরিলা সাপটি,
ঘুরাইলা ঘন স্বনে ; ঘুরাইলা যম

প্রচণ্ড করাল দণ্ড। দুই করী যেন
বনমাঝে রণমদে করে করাঘাত,
তেমতি আঘাতে দোঁহে দোঁহা! দণ্ড-গদা
প্রহারে বিদীর্ণ নভঃস্থল; ঘোর রব
উঠিল গগনে, ঘর্ণ-পাকে ডাকে বায়ু,
চূর্ণ মনঃশিলা চারি চরণ ঘর্ষণে।
দণ্ডযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে, কেহ নারে
নিবারিতে কারে; ক্রমে নিরন্তর ঘুরি;
দুই ঘন মেঘ যেন শূন্যে ভয়ঙ্কর!
প্রেতরাজ কালদণ্ড ঘর্ঘরে ঘুরায়ে
আঘাতিলা ভীমাঘাত বৃত্র-মুষ্টিতলে।
সে আঘাতে ফিরে দণ্ড- ফিরে বৃত্রগদা
গজদন্ত-বিনির্ম্মিত। তখন অসুর
বামস্কন্ধে শমনের ভীষণ বেগেতে
করিলা প্রচণ্ডাঘাত গদা ঘুরাইয়া।
যমরাজ বসিলা আঘাতে ভগ্নকটি,
দ্রুম যথা ছিন্নমূল পড়ে মড়মড়ি!
তুলিলা তখন দৈত্য ভয়ঙ্কর শূল
লক্ষ্য করি জয়ন্তের বিচিত্র পতাকা;
দিলা রড় দেবরথিগণ ঝড়বেগে
হেরি' সে ভীষণ অস্ত্র। দূর হ'তে হেরি'
চালাইলা পুষ্পক-বিমান ইন্দ্রাদেশে
মাতলি,—ছুটিল রথ ঘনদলে দলি'
ঘর্ঘর নিনাদে ঘোর ত্রিদিব চমকি।

জয়ন্তের রথমুখে পথ আচ্ছাদিয়া
দাঁড়াইলা ক্ষণকালে। বিদ্যুতের গতি
বাসব অমরনাথ ছাড়ি সে স্যন্দন,
আরোহিলা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকুলেশ্বর।
শোভিল সুনীল তনু তনুচ্ছদ ভেদি',
শুভ্র অভ্র ভেদি' যথা শোভে নীলাম্বর!
স্ফটিক জিনিয়া স্বচ্ছ সুদিব্য কবচ,
শিরস্ত্রাণ—দৃঢ় জিনি কঠিন অয়স,
স্পন্দ-কিরণছটা কিরীট আকারে
বেড়েছে নিবিড় কেশ - আভা ছড়াইয়া
স্বর্ণমেঘমালা যেন ঘেরেছে মস্তক!
জ্বলিছে সহস্র অক্ষি।—ভীষণ দম্ভোলি
শূন্যে তুলি' সুরনাথ অশ্বে আরোহিলা।
উঠিলা নক্ষত্রগতি উচ্চৈঃশ্রবা হয়
মহাশূন্য ভেদ করি'; সুমেরু ছাড়িয়া
উচ্চ এবে দৈত্য-বপু—নগেন্দ্র সদৃশ;
বক্ষঃ সমস্কন্ধে তার পক্ষ প্রসারিয়া
স্থির হৈলা অশ্বপতি—ডাকিল দম্ভোলি
শত জীমূতের মন্দ্রে বাসবের করে।
হেরি ঘোর ঘন স্বরে ভীষণ অসুর
কহিলা নিনাদি' উচ্চ—"হা, দম্ভী বাসব,
ভাবিলে রক্ষিবে সুতে বৃত্রের প্রহারে!
কর তবে এ শূল-আঘাত সংবরণ
পিতা পুত্র দুই জনে!"—বেগে দিলা ছাড়ি'

ছুটিল ভৈরব-শূল ভীমমূর্ত্তি ধরি'
মহাশূন্য বিদারিয়া, কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল-অঙ্গে ! হেনকালে, (হায়,
বিধির বিধান-গতি কে পারে বুঝিতে)
বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমানমার্গে, শূল-মধ্যস্থলে
আকর্ষি' অদৃশ্য হৈল নিমেষ ভিতরে !
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য-কোলে !
হেরিয়া দনুজপতি কাতর হৃদয়
কহিলা কৈলাসে চাহি', দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি',
"হা শম্ভু, তুমিও বাম !"—দগ্ধ হতাশ্বাসে
ছুটিলা উন্মত্তপ্রায় হুঙ্কারি' ভীষণ,
ছিন্নমস্তা রাহু যেন ! অগ্নিচক্রাকার
ঘুরিল ত্রিনেত্রে ঘোর-দন্তে কড় নাদ !
প্রলয় ঝটিকা-গতি আসিয়া নিকটে
প্রসারি' বিপুল ভুজ ধরিলা সাপটি
ইন্দ্র-করে ভীম বজ্র - উচ্ছিন্ন করিতে
অস্বর। বজ্রদেহে জ্বালা ধক্ ধক
জ্বলিতে লাগিল ভয়ঙ্কর ! সে দহন
মহাসুর না পারি' সহিতে গেলা দূরে
ছাড়ি' বজ্র ; ঘোর নাদে, বিকট চীৎকারি'
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি'
ছিঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে নক্ষত্রমণ্ডলী,
ছুড়িতে লাগিলা ক্রোধে বাসবে আঘাতি',

আঘাতি' বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্নপ্রায়—কাঁপিল জগৎ,
উজাড় স্বর্গের বন, উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড ! গ্রহ, তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে !
উছলিল কত সিন্ধু, কত ভূমণ্ডল,
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে—চূর্ণ রেণুপ্রায় !
সে চীৎকারে, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র, সূর্য্য, শূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া,
ছুটিতে লাগিল ভয়ে, রোধিয়া শ্রবণ,
কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোকে !—সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন !—মহাকাল
শিবদূত কৈলাস-দুয়ারে নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে ! কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে !
কাঁপিল বৈকুণ্ঠদ্বার ! ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবন-মুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বরে—
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দম্ভোলি নিক্ষেপি'
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব লোপ হয় !"
এতক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে দুর্য্যোগে
ছিলা হতচেত-প্রায়—বিশ্বকোলাহলে
স্বপনে জাগ্রত যেন বজ্র দিলা ছাড়ি' ;
না ভাবিলা, না জানিলা ছাড়িলা কখন !
ছুটিল গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্যপথে,

ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দিল যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অঙ্গে মাখি',
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে, সুমেরু উজলি
স্বর্ণপ্রভা খেলাইল, দিঙ্মণ্ডল যেন
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল।
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে
যেখানে অসুরপতি বিশাল শরীর,
বিশাল নগেন্দ্র তুল্য; ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে, পড়িল অসুর,
বিন্ধ্যধরাধর যেন পড়িল ভূতলে!
রহিল নিরুদ্ধ শ্বাস ত্রিভুবন যুড়ি'—
বহিল বৃত্রের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড়!
"হা বৎস! হা রুদ্রপীড়" বলিতে বলিতে
মুদিল নয়নদ্বয় দুর্জ্জয় দানব!
দহিল ঐন্দ্রিলা-চিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে,
চিরদীপ্ত চিতা যথা! ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা উন্মাদিনী এবে!

গভীর নিশীথে।

কি ঘোর গভীর নিশি! আঁধার-সাগরে
মগ্ন ধরা, চারিদিক্ এমনি সুস্থির,

প্রহরী কুকুর ডাকে, তার সেই রব
সহরের প্রান্ত হ'তে আর প্রান্তে যায়!
যেন প্রতিধ্বনি তার, প্রাসাদেরা মিলে
লোফালুফি করে! এ কি ভয়ঙ্কর ভাব!
অগাধ জলধি-তলে, শৈবাল-কুহরে
কীটাণু নিবসে যথা, আমি সেইরূপ
আঁধার-সাগর-গর্ভে, আপন কুটীরে
ডুবে আছি, পরিজন সকলে নিদ্রিত!
কি ঘোর নিস্তব্ধ দিক্! নিশার আকাশে,
অদৃশ্য প্রহরী কেহ যেন ঘোর রবে
ফুকারিছে—সাঁ সাঁ ক'রে; বিশ্ব চমকিত!
কে আমি?—পড়িয়ে এই জলধির তলে
সভয়ে জিজ্ঞাসা করি, কে আমি রজনি?
ভূতধাত্রি! গিরি, নদী, গ্রাম, জনপদ,
তরুলতা, জীবজন্তু, কোটি কোটি লয়ে
ফিরিতেছ, আগে শুনি, কে তুমি? ধরণি!
এ বিশ্বে ত রেণু তুমি! তবে আমি কোথা!
কল্পনে! ভারতি! স্মৃতি—মোর প্রিয়ধন!
তোমরা কি?—করি আমি কার অহঙ্কার?
আমি কই! এই বিশ্বে যাই যে মিলায়ে!
বিশ্বদেব! তুমি তবে কিরূপ অদ্ভুত!
কি জানি! কীটাণু হ'য়ে রেণু-কণা মাঝে
পড়ে আছি আমি দেব, কি আর বর্ণিব
তব কথা! কোটি বিশ্ব, কোটি চন্দ্র, তারা,

কোটি পৃথ্বী, কোটি জীব, স্তব্ধ যাঁর ভয়ে,
সেই তুমি! আমি কীট কি, আর বর্ণিব?
বাঁধিয়া বুদ্ধির সেতু, ভাবি আগুলিব
অনন্ত স্বরূপ তব, তুমি পদাঘাতে
ভাঙ্গি' সেতু, শতধারে যবে এই হৃদে
এসে পড়, ডুবে যাই, বলি—হে অপার!
অনন্ত কি, তুমি জান, আমি ক্ষুদ্র কীট—
অতি ক্ষুদ্র কীট প্রভু! কি তার বুঝিব?
তর্ক ছাড়ি' মগ্ন হ'য়ে সহজ দৃষ্টিতে,
দেখি যবে, দেখি বিশ্বে প্রাণরূপে তুমি
বিরাজিত; প্রাণরূপী অন্তরে বাহিরে!
প্রাণরূপে বিরাজিত সবিতৃ-মণ্ডলে,
গ্রহচক্রে, বিশ্বধামে, দ্যুলোকে, ভূলোকে!
আমি মূঢ় ভয়ে স্তব্ধ; - আমি নীচমতি
ভয়ে স্তব্ধ, আমি দেব! আপনা নেহারি
ভয়ে স্তব্ধ: ক্ষুদ্র নর, অধম নিকৃষ্ট,
ক্ষুদ্রাশয় ক্ষুদ্রস্পৃহ, আমি কি বর্ণিব
প্রাণরূপী ভগবান্! তোমার স্বরূপ?
এই যে আঁধার, ইহা তব স্নেহ-ছায়া!
ঢেকেছ আমারে, যথা মাতা-বিহগিনী
আপন শাবকে ঢাকে, ঢেকেছ আমারে
প্রাণ-বাসে; তবে আমি লুকাই, জননি!
লুকাই তোমার ক্রোড়ে! – জগতের ঘৃণা,
লোকের বিদ্বেষ, নিন্দা আর কি ধরিতে

পারে মোরে? চেয়ে দেখ্, দেখ্ ধরাবাসি,
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লুকাল সন্তান!

বন্দনা।

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে,—
শান্তিসদন, সাধন-ধন, দেব-দেব হে!
সর্ব্বলোক-পরম-শরণ, সকল মোহ-কলুষ-হরণ,
দুঃখ-তাপ-বিঘ্ন-তরণ, শোক-শান্ত-স্নিগ্ধচরণ!

সত্যরূপ প্রেমরূপ হে—
দেব-মনুজ-বন্দিত পদ, বিশ্বভূপ হে!
হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয়বিন্দু, করুণালয় ভক্ত-বন্ধু!

প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে,—
বিকশিত-দল চিত্ত-কমল হৃদয়-দেব হে!
পুণ্যজ্যোতি-পূর্ণ-গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ মোদিত-পবন, ধ্বনিত গীত হৃদয়-ভবন!

এস এস শূন্য জীবনে,—
মিটাও আশ, সব পিয়াস, অমৃতপ্লাবনে!
দেহ জ্ঞান, প্রেম দেহ, শুষ্কচিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হ'ক হৃদয়-গেহ, পুণ্য হ'ক সকল দেহ!